চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৬ মাঘ – ৩ ফাল্গুন, ১৪৩০ ঃ ১০ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 15, 10 February - 16 February, 2024

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বহু বিতর্ক এড়াতে এত কড়াকড়ি করেও আটকানো গেল

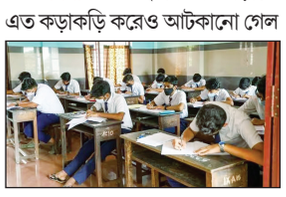

না মাধ্যমিক পরিচালনার বিড়ম্বনা। পরীক্ষার প্রথম দিনেই মালদার দুই স্কুল থেকে ফাঁস হয়ে গেল প্রশ্নপত্র।

রবিবার : বঞ্চনার রাজনীতিতে নতুন মোড়। ক্ষমতায় আসার পর

থেকেই মমতা সরকার কেন্দ্রীয় অনুদানের কোনো হিসাব দেয়নি বলে রিপোর্ট সিএজির। আর সেই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের শংসাপত্র না দেওয়ার অভিযোগ এনেছে মোদী সরকার।

সোমবার : রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে পাহাড় প্রমাণ নথি যাচাই

করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য দপ্তর এবার সাহায্য নিতে চলেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম থেকে বহু নথি ধরা পড়ছে। ইতিমধ্যে শাস্তিও হয়েছে অনেকের।

মঙ্গলবার : ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর

মুখ্যমন্ত্রী জল জীবন মিশন প্রকল্পে গতি আনতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে গড়ে দিলেন এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি যারা নিশ্চিত করবে বাড়ি বাড়ি জলের সরবরাহ।

বুধবার : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে নেমে

খোঁজ পাওয়া লিপস এন্ড বাউন্স কোম্পানির আরও হদিশ মিলেছে। সেগুলিকে অ্যাটাচ করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে ইডি।

বৃহস্পতিবার: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ঘটল উলটপুরান।

এতদিন শাহজাহানের যে সাগরেদরা অত্যাচার করত, জমি কেড়ে নিত তাদেরই বাঁশ, লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে গ্রামছাড়া করল ক্ষোভে ফেটে পড়া গ্রামবাসী।

শুক্রবার : রাজ্য বাজেট পেশের

দিন প্রথমে বিধানসভার ভিতরে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে এবং পড়ে বাইরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে উদ্দেশ্য করে চোর আর জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চরম বাগবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে শাসক ও বিরোধী দল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সন্দেশখালির সন্দেশ চিন্তা বাড়াচ্ছে শাসকের

কুনাল মালিক

সন্দেশখালীর 'বাঘ' শেখ শাহজাহানের বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার ৩৩ দিনের মাথায় জেগে উঠলো জনগণ। স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের শিকার শাসকদলের নেতা ও পুলিশ। গত বুধবার এলাকার আদিবাসী জমিরক্ষা কমিটির লোকজন এক জায়গায় ধর্ণায় বসেছিল। তাদের অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিন ধরে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন শাসকদলের নেতাদের কাছে। তাদের চাষের জমির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেচ খাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাধ্য করা হয়েছে অল্প দামে জমি বিক্রয় করতে। বাড়ির পুরুষ এবং মহিলাদের উপরে মাঝেমধ্যেই নেমে আসে শাসকদলের অত্যাচার। তারই প্রতিবাদে এই ধর্ণায় শামিল হন আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে। এমনকি শাসক দলের অনুগত গ্রামবাসীরাও নানা বঞ্চনার শিকার। সেই ধর্ণার সময় সন্দেশখালি-২ ব্লকের ত্রিমোহীনি মোড়ের কাছ থেকে শাহজাহানের ডান হাত বলে পরিচিত শাসকদলের দুই নেতা উত্তম সর্দার এবং শিবু হাজরার নেতৃত্বে একটি বাইক বাহিনী বেরোয়। সেই বাহিনী ধরনায় অবস্থিত মানুষদের শাসাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়, রুখে দাঁড়ায় জনগণ। জনগণ লাঠি, বাঁশ, ঝাঁটা সহ ঘরোয়া অস্ত্র দিয়ে ওই তৃণমূল নেতা সহ বহিরাগতদের তাড়া করে। মুখে ছিল স্লোগান– শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। দেখা যায় তাড়া খেয়ে শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী ছুটে কোন রকমে প্রাণ বাঁচায়। অনেককে দেখা যায় লঞ্চ থেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে। এ চিত্র আগে কখনও দেখেনি সন্দেশখালি। বিকালের দিকে উত্তম সর্দার আবার লোকজন নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে গেলে ফের রুখে দাঁড়ায় জনগণ। বেধড়ক মার খায় উত্তম সর্দার। এসডিপিওর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী তাকে উদ্ধার করে। পরেরদিন সকালে দেখা যায় থানাতে মহিলারা ঝাঁটা ও লাঠি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। মহিলাদের দাবি ছিল শিবু হাজরাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। রাতে শিবু-উত্তমের ভেরির আলাতে আগুন ধরিয়ে দেয় জনগন। পুলিশ সাংবাদিকদের জানায় তদন্ত শুরু হয়েছে, অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে কি ধারায় কাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সে ব্যাপারে পুলিশ মুখ খুলতে চায়নি।

শেখ শাজাহান এখনো পলাতক মাঝেমধ্যেই লুকোবার গর্ত থেকে জামিনের জন্য আবেদন করছে। তার অত্যাচারের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল সন্দেশখালি। এখন ধীরে ধীরে জনগণ যেভাবে জেগে উঠছে তা দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছেন। শেখ শাজাহানের সাজানো বাগান ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। অনেকেই বলছেন যেভাবে সন্দেশখালি জেগে উঠলো রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষরাও এই মডেল অনুসরণ করলে আগামী নির্বাচনের আগে অস্বস্তি বাড়বে শাসক দলের। আইন হাতে তুলে নেওয়াকে সমর্থন না করেও রাজনৈতিক মহলের মতে যখন চরম অত্যাচার সইতে সইতে সাধারণ মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, যখন কোন আইনের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই মানুষ আইন হাতে তুলে নেয়। এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যর্থতা ঢাকতেই কি 'ভাতা'র দাওয়াই

ওঙ্কার মিত্র

ভাতা বৃদ্ধি আসলে গৌরবের না লজ্জার সেটাই গুলিয়ে যাচ্ছে এবারের রাজ্য বাজেট দেখে। যে সরকার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ২০২৪ সালে বঙ্গলক্ষ্মী, ছাত্র থেকে সরকারি কর্মচারিদের দেদার ভাতা বৃদ্ধি করল সেই সরকারই তার পাঁচ বছরের প্রথম দফা শেষে ঘোষণা করেছিল উন্নয়নের ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। শুধু উন্নয়ন নয়, বিপুল কর্ম সংস্থানের দাবিও করে এই সরকার। শুধু কর্মসংস্থান কেন! এই সরকারই দাবি করে বঙ্গবাসীর রোজগার নাকি জাতীয় গড় রোজগারের থেকে অনেক এগিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে এতো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও রোজগার বৃদ্ধির পরেও এই ভাতা'র বাড়বাড়ন্ত কেন?

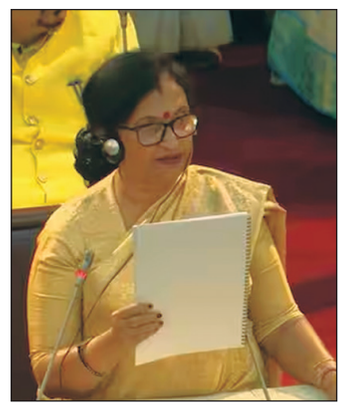

আমরা জানি, সরকারি কর্মচারীদের যে ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে এতো টানাপোড়েন তার নাম 'মহার্ঘ'। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি। সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে ব্যর্থ হলে বৃদ্ধি করে মহার্ঘ ভাতা। আবার ভারতবর্ষে যখন থেকে কাজের অধিকার সংসদে মান্যতা পেয়েছে তখন থেকে জন্ম নিয়েছে কাজের বদলে ভাতা দেওয়ার প্রবণতার। অর্থাৎ সরকার কাজ বা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে না পারলে ভাতা দিয়ে তা পূরণ করে। এবারের ঢালাও ভাতা কি সেই দিকেই নির্দেশ করছে না? অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন তিনটে টার্মে চলা বর্তমান সরকার এবারের বাজেটে নিজের গরিমাই নিজে ক্ষুন্ন করেছে। নিজেদের ফোলানো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের বেলুনের হাওয়া নিজেরাই ভাতা'র পিন দিয়ে বার করে দিয়েছে। এবারের বাজেটে আরও একটা দিক লক্ষ্যণীয় ভাবে ধরা পড়েছে। সেটি হল একটি প্রকল্পের দুর্নীতি ঢাকতে আর একটি প্রকল্প চালু করা। নারেগার বদলে কর্মশ্রী। কিন্তু এই কর্মশ্রীর টাকা কিভাবে দুর্নীতি এড়িয়ে কর্মহীন বঙ্গবাসীর কাছে পৌঁছবে তার দিশা দেখাতে পারেন নি অর্থমন্ত্রী। যে জব কার্ড নিয়ে এতো বিতর্ক সেই জব কার্ডেই চালু করা হবে নাকি নতুন ৫০ দিন কাজের প্রকল্প। অথচ মানুষের খেটে রোজগার করবার মতো পরিসরের সন্ধান নেই এই বাজেটে। শুধু একটি মাত্র লাইনে সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থায় ১৫০০ নিয়োগের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এ নিয়োগ কীভাবে হবে তার কোন বিস্তারিত দিক নির্দেশ নেই বাজেটে। এরপর পাঁচের পাতায়

বিদ্যাধরীর মাটি চুরি ও দখল করে অবাধে চলছে নির্মাণ : অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

প্রাচীন বঙ্গীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান নদীপথ ছিল বিদ্যাধরী নদী। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই নদীর তীরে চন্দ্রকেতুগড় নদী বন্দরটি গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহর কলকাতার কাছে চিল এই বিদ্যাধরী নদী। তার কাজ ছিল, জোয়ার ভাঁটার পলিমাটি এনে বিভিন্ন শাখানদীর মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও ব-দ্বীপ গঠন চালু রাখা। এই বিদ্যাধরী নদী সংলগ্ন অনেকগুলি জলাভূমি ছিল। এগুলি ছিল নোনা জলের জলাশয়। যার নাম ইংরেজরা দিয়েছিল সল্টলেক বা লবণহ্রদ। স্থানীয় ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নদিয়া জেলার হরিণঘাটার কাছে বিদ্যাধরী নদীর উৎস যমুনা নদী। হরিণঘাটার বরগা বিল থেকে উৎপন্ন হয়ে মোহনা উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা হয়ে হাড়োয়ায় গাঙের সঙ্গে মিশে পরে দুভাগে ভাগ হয়ে একটি শাখা রায়মঙ্গল ও অপরটি মাতলা নদীতে মিশেছে। নোনা গাঙ, হাড়োয়া গাঙ, বিদ্যাধরী নামে বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৭২ কিমি। অবিভক্ত ২৪ পরগনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। এরপর পাঁচের পাতায়

জরাজীর্ণ অবস্থায় রসপুঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি

ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চড়কতলার সন্নিকটে রসপুঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির বেহাল অবস্থা। ভার্সেটাইল ওয়্যার লিমিটেড কোম্পানি নামের একটি সংস্থার সামনে পুলিশ ফাঁড়িটির অবস্থান। জানা যাচ্ছে ওই কোম্পানি নাকি এই পুলিশ ফাঁড়ির ঘরটির ব্যবস্থা করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পুলিশ ফাঁড়ি অবস্থিত আছে। তবে বর্তমানে পুলিশ ফাঁড়িটির অবস্থা বেহাল। বর্ষাকালে ঘরেতে জল পড়ে। আগে এই পুলিশ ফাঁড়িতে একজন অফিসারসহ অনেক স্টাফ থাকতো। বছর ছয়েক আগে এই অঞ্চলে একটি এরপর পাঁচের পাতায়

হট সিট ডায়মন্ড হারবারে ঘর গোছাচ্ছেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রাম। যেখানে মমতা ব্যানার্জি শাসক তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন। বিরুদ্ধে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি থেকে। সমস্ত তর্ক-বিতর্কের আলোচনার পর নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারী হারিয়ে দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জিকে। বর্তমানে তিনি বিরোধী দলনেতাও বটে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে 'হট সিট' হতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র। ২০১৪ সালে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের অভিষেক ব্যানার্জি। ২০১৯ সালে তিনি প্রায় ৩ লক্ষ কুড়ি হাজার ভোটে আবারো যেতেন এই কেন্দ্র থেকে। যেখানে সংখ্যালঘু ভোটের সংখ্যা এখন প্রায় ৫৫ শতাংশ। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী এই কেন্দ্র থেকে লড়ার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভায় সভা সমিতি শুরু করেছেন। প্রতিটি সভাতেই দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু মানুষের বিপুল ভিড়। মানুষের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা কাজ করছে। যা শাসকদলের কাছে অত্যন্ত বিড়ম্বনার বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিশেষ ভরসার জায়গা। সেই ভরসায় ক্রমশ ভাঙন দেখা দিচ্ছে নওশাদের তৎপরতায়। এই লোকসভা কেন্দ্রে বামেদের ভোট কমতে কমতে ৬ শতাংশের কাছে নেমেছে। শোনা যাচ্ছে কংগ্রেস এবং সিপিএম এই কেন্দ্রটিতে প্রার্থী না দিয়ে আইএসএফকে সমর্থন করতে পারে। অন্যদিকে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী দাবি করছেন এই কেন্দ্রে বিজেপি জিতবে। আবার স্বয়ং নওশাদ সিদ্দিকী দাবি করেছেন তিনি অভিষেক ব্যানার্জিকে প্রাক্তন এমপি করে ছাড়বেন। এরপর পাঁচের পাতায়

বকেয়া না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ায় বিক্ষোভে কুমির প্রকল্পের কর্মীরা

রবীন দাস

পাথর প্রতিমা : ১৯৭৬ সালে পাথর প্রতিমার ভাগবতপুরে গড়ে তোলা হয় কুমির প্রকল্প। মূলত কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটিয়ে কুমিরের বাচ্চা তৈরি করাই ছিল এই প্রকল্পের কাজ। পরবর্তীকালে এটি পৃথিবীর মানুষের কাছে বিখ্যাত কুমির প্রকল্প হিসেবে পরিচিত হয়। সুন্দরবন ভ্রমণের তালিকায় একটি আকর্ষণীয় ডেস্টিনেশন হিসাবে পরিগণিত হয় ভাগবতপুর কুমির প্রকল্প। বহু পর্যটক সারা বছর ধরে এই কুমির প্রকল্প দেখতে আসেন। প্রকল্পটিকে সঠিকভাবে চালাতে এলাকার বহু কর্মহীন মানুষকে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়। কুমিরের ডিম থেকে প্রজনন করানো, বড় বড় যে সমস্ত কুমির রয়েছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, খাওয়া-দাওয়া, জঙ্গলের হরিণসহ চোরা শিকারীদের হাত থেকে জীবন বাজি রেখে কুমিরকে রক্ষা করা, নদীর চরসহ বিভিন্ন জায়গায় ম্যানগ্রোভ লাগানো, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বনকর্মীদের সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নেওয়া কুমির শাবকদের নদীতে ছেড়ে দেওয়া, এমনকি লোকালয়ে কোথাও কুমির প্রবেশ করলে দৌড়ে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও কুমির ধরে আবার নদীতে ছেড়ে দেওয়ার কাজ এরা করে আসছে দীর্ঘ বছর ধরে। এভাবেই প্রকল্পের কাজ করে স্বামীহীন, স্ত্রীহীন পরিবারের সংসার চলছে কোনওরকমে। আজ কিছু মানুষের দাদাগিরিতে কাজ হারাতে বসেছে এরা। এরপর পাঁচের পাতায়

প্রকল্প পরিচালনার গাফিলতিতে গ্রামবাংলা নিজেই এখন শ্রমহীন

১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, ধর্নায় বসেছেন। কেন্দ্র বারবার কাজ ও টাকা বণ্টনে দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলেছে। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ না পেয়ে, কর্মীরা এখন কী করছেন, লোকসভা নির্বাচনে ১০০ দিনের কাজ কত বড়ো ইস্যু হতে চলেছে। এসব জানতে আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা হাজির হন জব কার্ড হোল্ডার, সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের কাছে। সেখান থেকে কী উঠে এল সেগুলোই কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করব। এবার ডায়মণ্ড হারবার।

অরিজিৎ মণ্ডল

১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। অনেক দিন ধরেই এমন অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই বিষয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কেন্দ্রের তরফ থেকে কোনও জবাব না আসায় ১০০ দিনের কাজের ওই সব কর্মীদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন। সেই কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, তেমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। পাঁচ মাস ধরে কেন্দ্র টাকা দেয়নি বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না রাজ্যকে। এরপরই কর্মীদের রাজ্যের কাজে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তৎপর হন মুখ্যসচিব। মমতা জানিয়েছিলেন ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা অন্যান্য প্রকল্পে কাজ করবেন। মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন জেলাগুলিকে, এই কাজে দ্রুত গতি আনতে হবে।

১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের দ্রুত বিভিন্ন বিভাগের অধীনস্থ প্রকল্পের কাজগুলি দেওয়ার জন্য আগেই নির্দেশিকা জারি করেছে পঞ্চায়েত দফতর। গত ২১ মে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়, যাদের ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড আছে, তাদেরই বিভিন্ন দপ্তরে কাজ দেওয়া হবে। নতুন করে জব কার্ড করার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রতিটি জেলায় জব কার্ড হোল্ডাররা কতদিন ধরে কাজ করছেন, কী প্রকল্পের কাজ করছেন, তা অন্তর্ভুক্তির জন্য রাজ্য সরকার তৈরি করেছে একটি পোর্টাল। সেই পোর্টালের মাধ্যমে জেলাগুলিকে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। দ্রুত সেই কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাগুলিকে।

১২ মে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন পাঁচ মাস ধরে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এই টাকা রাজ্যের প্রাপ্য বলে উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, টাকা না এলে প্রয়োজনে দিল্লি পর্যন্ত ছড়াবে আন্দোলন। এরপর গড়িয়েছে অনেকটা জল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলবল নিয়ে দিল্লি গিয়ে ধর্না দিয়েছেন। রাজভবনের সামনে অবস্থানে বসেছেন। তবে তার পরেই অভিষেককে সরিয়ে এই আন্দোলনের রাশ হাতে তুলে নেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বকেয়ার দাবি নিয়ে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী বিধান দিয়েছেন কমিটি গড়ার। সে কমিটি বসেছে, আমলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু তাতেও কিছু না হওয়ায় সংসদ উত্তাল করতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন সিএজি-র রিপোর্টের যেখানে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের হিসাব না দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে এগিয়ে আসা ভোট বৈতরণী পার করতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী ২১ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ১০০ দিনের কাজে আর কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিলবে না ধরে নিয়ে বিকল্প হিসাবে ৫০ দিনের কর্মশ্রী প্রকল্পের জন্ম দিয়েছে এবারের রাজ্য বাজেট। এর মধ্যে ১০০ দিনের কাজে নির্ভরশীল থাকা শ্রমিকেরা বর্তমানে অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ বেছে নিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন আবার অনেকে অন্যান্য পেশার সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা বাংলার গ্রামগুলি এখন কর্মক্ষম পুরুষ মহিলা শূন্য। গ্রাম বাংলা এখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধায় পরিপূর্ণ। কে নেবে কলের জল, কাকে দেবে আবাস যোজনা। এর আগেই ১০০ দিনের প্রকল্প প্রভাব ফেলেছে গ্রামীন অর্থনীতিতেও। সমগ্র ডায়মন্ড হারবার মহকুমা ঘুরে বোঝা গেল ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে জব কার্ড হোল্ডাররা যত না চিন্তিত বেশি উদ্বেগ রাজনৈতিক নেতাদের। অনেকের ধারণা আসলে এই প্রকল্পে নেতারা যে কাটমানি খেত সেটাই বকেয়া রয়েছে। ফলে আগামী নির্বাচনে ১০০ দিনের বকেয়া বিতর্ক রাজনীতিতে মিশ্র প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা।

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 15, 10 February - 16 February, 2024

উত্তরের আঙিনায়

ধুমডাঙ্গী আশ্রমে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুমডাঙ্গী আশ্রমে সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসীদের জন্য একাধিক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। লোক কথা অনুযায়ী এই ধূমডাঙ্গী আশ্রম বহু পুরনো, এই আশ্রমে মাঝেমধ্যেই আসতেন ভবানী পাঠক। সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি। মাঝেমধ্যেই এই আশ্রমে একাধিক সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন সকালে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, এছাড়া গ্রামবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়। এদিন অন্তত ত্রিশ জন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল। সমাজসেবী দেবাশিষ সর্দারের উদ্যোগে এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়। তিনি জানান, অর্থের অভাবে গ্রামবাসীরা চিকিৎসা করাতে পারেন না তাই তাদের কথা ভেবে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা। এছাড়া অর্থের কারণে প্রচন্ড শীতের মধ্যে কম্বল কিনতে পারেন না গ্রামবাসীরা তাই তাদের কথা ভেবে এই উদ্যোগ।

অনলাইন মিউটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাগরিক পরিষেবা ত্বরান্বিত করতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে অনলাইন হোল্ডিং মিউটেশন (ই- মিউটেশন) –এর শুভ সূচনা করলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের কমিশনার, সচিব এবং মেয়র পরিষদ সদস্যরা। অনলাইন হোল্ডিং মিউটেশন হওয়ার ফলে নাগরিকদের অনেক সুবিধা হল। আগে মিউটেশন করতে গেলে নাগরিককে অফিসে স্বশরীরে এসে কাগজপত্র দিয়ে জমা করতে হত।

মানসিক অবসাদে বিষপান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে বিষপান করে আত্মঘাতী হল এক ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার অন্তর্গত কুপাদহ আমতলী ঘাটে।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম গৌর চাঁদ দাস(৬০), বাড়ি কুপাদহের আমতলী ঘাটে। পেশায় তিনি একজন মৎস্যজীবী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই মতো অবস্থায় চলতি মাসের এক তারিখে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বিষপান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ওই ব্যক্তি। এরপর বাড়ির লোকের নজরে বিষয়টি আসতেই তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মালদা জেলার নালাগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তার অবস্থার অবনতি ঘটলে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এরপর সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় রবিবার ভোররাতে তার মৃত্যু হয়।

রবিবার সকালে গঙ্গারামপুর থানা পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে এসে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিবার সূত্রে দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে তিনি আত্মহনের পথ বেছে নেন।

ত্রিহানা চা বাগানে আহার বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বন্ধ ত্রিহানা চা বাগান। অসহায় ভাবে দিন কাটচ্ছে ওই চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের।

এদিন তাদের কথা ভেবেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সংলগ্ন চা বাগানে এক মহা ভোজের আয়োজন করা হয় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এদিন পেট ভরে দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন।

পাশাপাশি অনেকেই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, সহতৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন এই মহাভোজ ত্রিহানা চা বাগানে উৎসবের চেহারা নেয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মেষ রাশি : অর্থহানির বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। পারিবারিক ব্যাপারে গুরুজনদের পরামর্শ। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা সাফল্য এবং মান সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা লাভ। বিবাহে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওং কেতবে নমঃ' পাঠ করুন ২১ বার।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য এলেও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জোরে যে কোনো কার্য সম্পাদনে মান-সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দুর্গা পুজো করুন।

মিথুন রাশি : বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের উচ্চশিক্ষা সাফল্যে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ঋণে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শত্রু নিধন। তীর্থস্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা। ধর্মে কর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ওঁ বুধায় নমঃ (৪১ বার) জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা ও ঋণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। আবেগ প্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ হয়েছে। জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তি কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : শুক্রবার, লক্ষ্মী পুজো করুন।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। অকারণে মান-সম্মান হানির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান।

প্রতিকার : রোজ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : হস্তশিল্প বা সৃষ্টিশীল কর্মে উপার্জনের সম্ভাবনা। সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহুর পুজো করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি, এমনকি সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিবারের সকলকে নিয়ে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ও কেতবে নমঃ (৪১ বার) পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের ইঙ্গিত। কর্মোন্নতিতে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কার্যোদ্ধার। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সুফল লাভে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশমন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

ধনু রাশি : কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন, বৃদ্ধির সুযোগ আসতে পরে। কোনো অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকুন। সন্তানের ব্যবহারে মনোকষ্ট। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : বৃদ্ধদের সেবা করুন।

মকর রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জনের সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধি। সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ। ধর্মাচরণে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ও নমো নারায়াণায়ন নম ৪১ বার জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক কোনো পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভ। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা। আর্থিক অপব্যয় বৃদ্ধি। ধর্মে কর্মে মতি বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিবন্ধীদের শনিবার দইভাত খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ সাফল্যের সম্ভাবনা। স্বজন বিরোধী মনোভাবের দরুন সম্পর্কের অবনতি। দাম্পত্য সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা কালীর পুজো করুন।

কাজের খবর

রেলে ৫,৬৯৬ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, প্রয়াগরাজ, বেঙ্গালউরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ, আজমীর, জম্মু-কাশ্মীর, চন্ডীগড়, ভোপাল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ২৯টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট' পদে ৫,৬৯৬ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৫ বছর পর এই পদে লোক নেওয়া হচ্ছে।

মাধ্যমিক পাশরা স্বীকৃত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মিল রাইট মেন্টেন্যান্স মেকানিক, মেকানিক রেডিও অ্যান্ড টি.ভি., ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, ওয়ারম্যান, ট্রাক্টর মেকানিক, আর্মেচার অ্যান্ড কয়েল ওয়াইন্ডার, মেকানিক ডিজেল, হিট ইঞ্জিন, টার্নার, মেশিনিস্ট বা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স পাশ হলেও যোগ্য।

পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করার যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স বা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা, – বি.টেক.) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন।

ওপরের সব শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেই যাঁরা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু ফল বেরোয়নি, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না। দৃষ্টিশক্তি দরকার A-1. অর্থাৎ, দূরের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৬, কাছের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ০.৬, ০.৬।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থা, জন্ম-তারিখ হতে হবে সাধারণ আর ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-২০০৬'এর মধ্যে। ও.বি.সি. প্রার্থীদের বেলায় ২- ৭-১৯৯১ থেকে ১-৭-২০০৬'এর মধ্যে। তপশিলী প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৮৯ থেকে ১-৭-২০০৬'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত, প্রতিবন্ধী আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংপ্রাপ্তরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৯,৯০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CEN No. : 01/2024.

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.- 1) হবে। তাতে সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড এ টেস্ট (সি.বি.টি.-॥) হবে। এরপর কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট (সি.বি.এ.টি.) হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। প্রথম ধাপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের ৭৫টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) অঙ্ক, (২) মেন্টাল এবিলিটি, (৩) জেনারেল সায়েন্স, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সময় থাকবে ১ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি., তপশিলী হলে ৩০%, তপশিলী উপজাতি হলে ২৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। দ্বিতীয় ধাপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় থাকবে এই দু'টি পার্ট: পার্ট-এ ও পার্ট-বি।

পার্ট-এ-তে থাকবে ৯০ মিনিটের ১০০টি প্রশ্ন, এইসব বিষয়ে : (ক) অঙ্ক, (খ) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, (গ) বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং।

পার্ট-বি-তে থাকবে ৬০ মিনিটের ৭৫টি প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর।

প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। দু'টি পার্টেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। পার্ট-এ-তে জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি., তপশিলী হলে ৩০%, তপশিলী উপজাতি হলে ২৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। পার্ট-বি-তে ৩৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। পার্ট-এ-তে পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদর ৮ গুণ প্রার্থীকে কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। সি.বি.এ.টি.-তে প্রতিটি ব্যাটারি টেস্টে ৪২ নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরির সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্টের পার্ট-এ-তে পাওয়া নম্বরের ওপর ৭০% আর সি.বি.এ.টি. টেস্টের ওপর ৩০% ওয়েটেজ দেখা হবে। এরপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ জানুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৩০-৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করার যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে প।। প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। সাধারণ প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.-।'

পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.-।' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফের পেয়ে যারেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন : কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbkolkata.gov.in, মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbsiliguri.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট 'বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbajmer.gov.in, বেঙ্গালুরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbgkp.gov.in, জম্মু- শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbjammu.nic.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbsecunderabad.gov.in, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbthiruvanantha-puram.gov.in.

প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাই টে www.rrbald.gov.in : ফর্ম পূরণ করতে ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

কোন রেলে ক'টি শূন্যপদ :

কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব জোনে ২৫৪টি । মালদহ রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব জোনে ১৬১টি। শিলিগুড়ি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর সীমান্ত জোনে ৬৭টি। আজমীর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর-পশ্চিম জোনে ২২৮টি । ভোপাল রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পশ্চিম মধ্য জোনে ২১৯টি । ভুবনেশ্বর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব উপকূল জোনে ২৮০টি । বিলাসপুর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় মধ্য জোনে ১২৪টি । চন্ডীগড় রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর জোনে ৬৬টি । চেন্নাই রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় দক্ষিণ জোনে ১৪৮টি । গোরক্ষপুর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর- পূর্ব জোনে ৪৩টি । গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর-সীমান্ত জোনে ৬২টি। মুম্বই রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় দক্ষিণ-মধ্য জোনে ২৬টি । মুজঃফফরপুর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব মধ্য জোনে ৩৮টি । পটনা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব মধ্য জোনে ৩৮টি । প্রয়াগরাজ রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর মধ্য জোনে ২৪১টি। রাঁচী রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় দক্ষিণ পূর্ব জোনে ২৫৩টি । সেকেন্দরাবাদ রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব- উপকুল জোনে ১৯৯টি।

শব্দবার্তা ২৮২

১	■	২		৩			৪
৫			■		■	■	
	■		■	৬	৭		
৮			■	■		■	■
■	■		■	■	৯		১০
১১			১২	■		■	
	■	■		■	১৩		
১৪						■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। খপুষ্প ৫। মজুত টাকা ৬। কুঞ্জ ৮। বকের সারি ৯। ডাল বিশেষ ১১। অন্যের পত্নী ১৩। গুরু, শিক্ষক ১৪। উত্তমকুমার অভিনীত ছায়াছবি।

উপর–নীচ

১। গুজব ২। ভদ্রসমাজের রীতিনীতি ৩। খণ্ড, অংশ ৪। দেবালয় ৭। ধূমপান করা ১০। প্রার্থনা, উপাসনা ১১। জমির পরিচয়পত্র ১২। জোঁক।

সমাধান : ২৮১

পাশাপাশি : ১। চন্দ্রকর ৪। গরম ৬। রকমফের ৭। ধুনি ৮। জবর ১০। ভজন ১৪। কমতলব ১৫। টহল ১৭। অরন্ধন।

উপর–নীচ : ১। চতুরস্ব ২। কলমবাজ ৩। ভর ৪। গরজ ৫। মধুর ৯। বরাতজোর ১০। ভরাট ১১। নকুল ১২। আবন্টন ১৬। হক।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

ক্রনিক কিডনি ডিজিজের চিকিৎসায় পথ দেখাচ্ছে হোমিওপ্যাথি

সোমনাথ পাল : আমাদের শরীরের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কিডনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিডনি আমাদের শরীর থেকে রেচন পদার্থ নিঃসরণ করে শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বের করে শরীরের মধ্যে কার ইলেক্ট্রোলাইট এর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং রেনীন নামক হরমোন নিঃসরণ এর মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এরিথ্রোপয়েটিন নামক হরমোন তৈরির মাধ্যমে এরিথ্রোপয়েসিস অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকা তথা রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

শহরের এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং ডি.এন.সি. হেল্থ হাব এর কর্ণধার ডাক্তার সৌমাল্য চট্টোপাধ্যায় ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এবং এই রোগের আধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে জানালেন – আজকের দিনের হোমিওপ্যাথি, একুশ শতকের হোমিওপ্যাথি। তাই কোন সিরিয়াস রোগে হোমিওপ্যাথি কাজ করে না এই ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এর ক্ষেত্রে রক্তে ক্রিয়েটিনিন নামক রেচন পদার্থের পরিমাণ বেড়ে গেলে তা সরাসরি কমানোর ওষুধ অন্যান্য পদ্ধতিতে সেই ভাবে না থাকলেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরি। আমরা আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে সব সময় তার প্রমাণ পাই। এছাড়াও ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এর অন্যতম কারণ যেমন সুগার , হাই ব্লাড প্রেসার, অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এর মতন ক্রনিক ইনফ্লামেশন এই সমস্ত রোগগুলির চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি অত্যন্ত কার্যকরী। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কোন সাইডএফেক্ট নেই।

অপরদিকে অন্যান্য পদ্ধতিতে যাই ওষুধ আপনি ব্যবহার করেন না কেন সেগুলি অনেক সময়ই নেফ্রোটক্সিক অর্থাৎ কিডনির ক্ষতিসাধন করে। সেদিক থেকেও হোমিওপ্যাথি অত্যন্ত সেফ ড্রাগ বলা যেতে পারে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

ভিন রাজ্যের ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম সহদেব গিরি (২৬)। বাড়ি পাথরপ্রতিমার জি–প্লটের কৃষ্ণদাসপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ দিন আগে সহদেব ও তাঁর ভাই মহাদেব কাজের জন্য কেরালার পুনানীতে যায়। যাওয়ার পর সহদেবের ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সহদেব ভাইকে না নিয়ে গত সোমবার পুনানীর হারবার থেকে একটি ট্রলারে করে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে নদীতে পাড়ি দেন। কিন্তু এদিন সন্ধ্যায় ট্রলারটি মাছ ধরে হারবারে ফিরে এলেও সহদেবকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপরই সহদেবের ভাই মহাদেব ওই ট্রলারের মৎস্যজীবিদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানান, জাল পাতার সময় সহদেব নদীতে পড়ে গিয়েছে, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কেরালার পুনানীর স্থানীয় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সহদেবের ছোট ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়েছে পুরো পরিবার। শেষ পর্যন্ত পরের দিন কেরালার ওই হারবারে থাকা বাঙালি মৎস্যজীবীরা জোট বদ্ধ হয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। এরপরই থানার উদ্যোগে নদীতে তল্লাশি শুরু হয়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর সহদেবের দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কেরালা থেকে সহদেবের দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তবে গিরি পরিবারের অভিযোগ, ওই ট্রলারে ২ জন বাঙালি ও বাকি সবাই কেরালার বাসিন্দা ছিলেন। সহদেবকে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওই ট্রলারটিই সহদেবের দেহ উদ্ধার করেছে।

সাপের কামড়,সাপ মেরে হাসপাতালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রাতের অন্ধকারে সাপ কামড় দিয়েছিল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। সাপটিকে মেরে ফেলে মৃত সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অরিত্র সাহা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের জয়দেব পল্লি এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং ডেভিড সেশন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র অরিত্র সাহা। তার মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র ক্যানিং নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। পরীক্ষার জন্য রাতে পড়াশোনা করার সময় আচমকা একটি ঘরচিতি (চিতিবোড়া) সাপ তাকে কামড় দেয়। চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় পরীক্ষার্থী ও তার পরিবারের সদস্যদের অভয় দিয়ে আশ্বস্ত করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর যাতে ওই ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারে। ডাঃ রায় বলেন, 'ঘরচিতি সাপ বিষ হীন।সাধারণত পোকা মাকড় খাওয়ার জন্য ঘরে ঢুকে পড়ে। ভয়ের কিছুই নেই। তবে সাপটি মেরে ফেলা একেবারেই উচিৎ হয়নি। সাপ আমাদের পরিবেশ বান্ধব। সাপকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।'

বাংলার মৎস্যজীবীর মৃত্যু কেরলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : আবার বাংলার এক পরিযায়ী মৎস্যজীবীর মৃত্যু হল কেরলে। মৃত দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের হারুডপয়েন্ট কোস্টাল থানার পূর্ব গঙ্গাধরপুরের বাসিন্দা ৪৫ বছরের হরি দাস। গত রবিবার তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছোয় বাড়িতে। মঙ্গলবার দিন হরির মৃতদেহ পৌঁছোয় কাকদ্বীপে। গত পাঁচ বছরের বেশী সময় ধরে কেরলে মৎস্যজীবী হিসেবে ট্রলারে কাজ করতেন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। কয়েকদিন বাড়িতে থেকে পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আবার ও কেরলে ট্রলারে চলে যান। গত শনিবার কেরলের কোল্লাম জেলার শক্তি কুলাঙ্গার বন্দরে সামুদ্রিক মাছ ধরছিলেন। সেই সময় ট্রলার থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান হরি। পরদিন রবিবার নদীর জলে ভেসে ওঠে হরির দেহ। ট্রলার থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান করেছে। হরির সঙ্গে তাঁর দুই ভাই সহ কাকদ্বীপের ৯ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। বাড়িতে স্ত্রী এক ছেলে ও মেয়ে আছেন। ছেলে এই চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাবার মৃত্যু সংবাদে মাধ্যমিকের মাঝপথে দিশেহারা ছেলে রাজীব দাস। গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সামুদ্রিক মাছের আকাল। যারফলে অনেক ট্রলার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজের তাগিদে এই জেলার কয়েক হাজার মৎস্যজীবী কেরল সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মৎস্যজীবী হিসেবে কাজ করছেন।

ঝুলন্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফ্রেজারগঞ্জ : পুলিশ সূত্রে জানা যায় বুধবার দিন সকাল আনুমানিক ৭ টা নাগাদ ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অধীনে ফ্রেজারগঞ্জের বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি টাওয়ারে স্থানীয় বাসিন্দারা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় ২৭ বছরের স্থানীয় যুবক অভিজিৎকে। খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে। তবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তরতাজা এই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার পরিজন।

দুর্ঘটনায় মৃত চার মহিলা শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ রামপুরহাট ১নং ব্লকের চিতুরি গ্রাম থেকে যন্ত্রচালিত ভ্যানে ১৫জন শ্রমিক ১৪নং জাতীয় সড়ক ধরে ধান রোপণের কাজ মাড়গ্রাম যাচ্ছিল। মেঘলা কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তায় ভ্যানের আলো না থাকায় দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। মল্লারপুরের দিক থেকে জাতীয় সড়ক ধরে আসা ৬ চাকার একটি ট্রাক মনসুবা মোড়ে ভ্যানে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে মারা যান ৩ মহিলা শ্রমিক। রাসমণি সর্দার, লীলা লেট এবং রাখি সর্দার। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও এক মহিলা শ্রমিক। বাকি জখমরা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে ২ফেব্রুয়ারি মাঠকলিঠা গ্রামের ১৪নং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় জখম হয় কলিঠা উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র এবং দুই ছাত্রী মোট ৪ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুই ছাত্রকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুহানা খাতুন নেহা নামে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে কলকাতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাসপাতালে মারা যায় সুহানা খাতুন নেহা। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করায় কালভার্ট নির্মাণ বন্ধ করল স্থানীয়রা

রবীন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দ্বারিকনগর উওরপাড়া ১৮৬ নম্বর বুথ এলাকায় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি কালভার্ট নির্মাণের সময় এলাকার মানুষজন নিম্ন মানের সামগ্রীর দিয়ে তৈরির অভিযোগ তুলে ওই কালভার্ট নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এলাকার মানুষজনের দাবি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে আগে ওই এলাকায় একটি কাঠের কালভার্ট ছিল। এখন যে কালভার্টটি নির্মাণ হচ্ছে তার থেকে বড়। সেই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলে প্লাবিত হতো ওই এলাকা। এরপরেই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কালভার্ট নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় মানুষজন খুব খুশি হয়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কালভার্ট নির্মাণের কাজও শুরু হয়। কিন্তু মানুষ দেখে ওই কালভার্ট নির্মাণে কোন রড ব্যবহার করা হচ্ছে না। এমনকি নির্মাণের সামগ্রীও নিম্নমানের। এরপর এলাকার মানুষজন ওই কাজের প্ল্যান কিংবা কত টাকা আর্থিক ব্যয় হচ্ছে তা দেখতে চায়। কিন্তু ঠিকাদার তা না দেখাতে চাওয়ায় এলাকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওই কালভার্ট নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এলাকার মানুষজনের দাবি, এই কাজে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে এবং যে প্ল্যান রয়েছে সেটা এলাকার মানুষজনের কাছে প্রকাশ করে কাজ করতে হবে। ওই কালভার্টটি নির্মাণ করার সময় রড দিয়ে নির্মাণ করতে হবে।

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমন্ত কুমার মালি বলেন যে, তিনি যখন ওই এলাকার পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন তখন বারবার কাঠের কালভার্টটি ভেঙে যাওয়ায় তিনি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ওই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য দুটি কংক্রিটের কালভার্ট নির্মাণের প্ল্যান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এনেছিলেন। মদনগঞ্জ শিবনগর এলাকায় কাজ প্রায় শেষের মুখে আর এই এলাকার কাজের সূচনা করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার এসে এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবেন ও তিনি নিজে আসবেন। কত টাকা আর্থিক ব্যয় হচ্ছে নিশ্চয় তা দেখানো হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। বিরোধী দলের নেতা অনুপ সামন্ত বলেন, শাসকদলের পক্ষ থেকে এসব কালভার্ট নির্মাণের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা এসেছিল সেসব শাসক দলের পকেটে চলে গেছে। তাই কোনও ঠিকাদার কত টাকা আর্থিক ব্যয় হচ্ছে তা প্রকাশ করে কাজ করতে পারছে না।

জনগণের জন্য নির্মিত পানীয় জলের রিজার্ভার বিকল হয়ে পড়ে আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : আলিপুর সদর মহাকুমার বজবজ–২ নম্বর ব্লকে বিডিও অফিসের সামনে ক্যান্টিনে যাবার ডান দিকের পথে ২০২০–২১ সালে ১৫তম ফিনান্স কমিশন থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে একটি পানীয় জলের রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতির কাজে যাঁরা আসবেন তাঁরা সেই রিজার্ভার থেকে পানীয় জল খেতে পারে তার জন্য। বেশ কিছু ট্যাপকল লাগিয়ে সুন্দরভাবে নির্মিত হয় এই রিজার্ভারটি। কিছুদিন সাধারণ মানুষ সেখান থেকে জল পান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় রিজার্ভার ফেটে গিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে রিজার্ভারটি বিকল হয়ে পড়ে। বর্তমানে ট্যাপকল গুলিতে জং পড়েছে। এখান থেকে বিডিওতে আসা মানুষজন আর পানীয় জল খেতে পারছেন না। দীর্ঘদিন পড়ে থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন এ ব্যাপারে নির্বীকার। বিডিওতে আসা মানুষদের অভিযোগ সামনেই

বজবজ–২নম্বর ব্লক

গ্রীষ্মকাল আসছে তার আগে যদি রিজার্ভারটি ঠিক করে দেওয়া না হয় তাহলে মানুষের পানীয় জলের কষ্ট বাড়বে। এই প্রসঙ্গে বজবজ দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। খুব শীঘ্রই রিজার্ভারটি মেরামত করে দেয়া হবে। তবে এত তাড়াতাড়ি রিজার্ভারটি খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ কী সে ব্যাপারেও উঠছে প্রশ্ন। রিজার্ভারটি তৈরির গুণগত মানের ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন আছে। সে প্রসঙ্গে সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব ওই রিজার্ভারটি কে বা কারা নির্মাণ করেছিল। প্রসঙ্গত ওই রিজার্ভারটি নির্মাণ হয়েছিল পূর্বতন বিডিও নবকুমার দাসের সময়ে। বর্তমান বিডিও সম্প্রতি যোগদান করেছেন বজবজ ২ নম্বর বিডিওতে শুভব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আমি কিছুদিন মাত্র জয়েন করেছি। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে সমাধানের অবশ্যই চেষ্টা করব।

ট্রেন বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ২০১৮ সালে আহমদপুর – কাটোয়া রেললাইন ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু সময় অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত এই রেললাইনের জন্য পাওয়া যায়নি পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা আর সেক্ষেত্রে এই রূপান্তর যে এখনো পর্যন্ত কোন কাজে লাগেনি তা একদম সঠিক। আর তাই সময় যত গড়িয়েছে ধীরে ধীরে আহমদপুর–কাটোয়া এলাকার নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে রেল কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন দপ্তরে আবেদনও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বারবার। কিন্তু সমস্যা রয়েছে সেই তিমিরেই। আর এবার বেশ কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পাঠানো হল প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রেলবোর্ড, ডিআরএম সহ বিভিন্ন দপ্তরে। মঙ্গলবার যার প্রতিলিপি সহ বিশেষ আবেদন জমা দিল লাভপুর স্টেশনমাস্টারকে। সুবীর সেন বলেন, ৪১০ কোটি খরচ করে ব্রডগেজ করা হলেও ট্রেন বাড়ানো হয়নি। রামপুরহাট থেকে হাওড়া এবং শিয়ালদহ যাওয়ার জন্য অবিলম্বে ৬ জোড়া ট্রেন চালু করতে হবে যাতে হাওড়া যাওয়া ও রাতে ফিরে আসা যায়।

৩ পড়ুয়ার অদম্য ইচ্ছার কাছে হার মেনেছে প্রতিবন্ধকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়েই জীবনের বড় পরীক্ষায় বসল কাকদ্বীপের সঞ্চিতা গিরি সুজয় দাস ও মুক্তা দাস। তিনজনই কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া। এবছর তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সিট পড়েছে অক্ষয় নগর কুমর নারায়ণ শিক্ষায়তনে (উ: মা:)।

অক্ষয় নগর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্চিতার উচ্চতা মেরে কেটে এক থেকে দেড় ফুট। ওজন ১৫ কিলোর মত। জন্ম থেকেই অসুখ–বিসুখে জর্জরিত। অভাবের সংসারে যথাযথ চিকিৎসাও মেলেনি। তবু অদম্য সঞ্চিতা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে অন্যান্য স্বাভাবিক পরীক্ষার্থীদের মতই। সঞ্চিতার বাবা পেশায় দিনমজুর এই অদম্য ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে প্রতিদিনই কখনো দাদার কোলে কখনও মায়ের কোলে করেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাচ্ছে সঞ্চিতা। অন্যদিকে, সঞ্চিতার পড়াশোনার পাশাপাশি খুব সুন্দর চিত্র আঁকতে পারে। ইতিমধ্যেই জেলায় প্রতিবন্ধীদের প্রতিযোগিতায় সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তবে সঞ্চিতা চায় পড়াশোনার পাশাপাশি বড় হয়ে বড় চিত্রশিল্পী হতে।

অন্যদিকে, কাকদ্বীপের বাসিন্দা মুক্তা দাস মুক ও বধির। ছোটবেলাতেই এই প্রতিবন্ধকতা ধরা পড়ে তার। অনেক চিকিৎসা করেও মেলেনি কোনও সুরাহা। মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে সংশয় ছিল পরিবারের লোকজনের। তবে হাল ছাড়েনি মুক্তা। পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে নিজের উদ্যোগেই। সেও এবার স্বাভাবিকের মতোই বসেছেন বড় পরীক্ষা মাধ্যমিকে। অন্যদিকে, মুক্তাকে অতি কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হলেও তার হাতের লেখা নাকি অত্যন্ত সুন্দর।

অন্যদিকে, সুজয় দাস জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ, হাঁটাচলা করতে পারেনা। লাঠি ধরে চলাফেরা করতে হয়। ছোট থেকেই স্নায়ুর সমস্যা। তিনবার অস্ত্র প্রচার হয়েছে। সুজয়ের বাবা পেশায় একজন মৎস্যজীবী। অনেক কষ্ট করে অভাবের মধ্যেই পড়াশোনা করতে হয়েছে সুজয়কে। কিন্তু তার মধ্যেও জীবনের অদম্য জেদের কাছে হার মেনেছে প্রতিবন্ধকতা, সেও এ বছর সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মত একইসঙ্গে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক দিচ্ছে।

তবে এই বিষয়ে অক্ষয় নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যাপীঠের সহকারী শিক্ষক জানান আমরা গর্বিত তাদের এই অদম্য ইচ্ছার জন্য। আর পাঁচজনের মতোই তারা স্বাভাবিকের মতো পরীক্ষা দিচ্ছে এবং আশা করছি খুব ভালো ফলও করবে তারা।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মৎস্যজীবির, এলাকায় শোকের ছায়া

সুভাষ চন্দ্র দাশ, গোসাবা : আবারও বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবির। মৃতের নাম দীপক মণ্ডল(৫৭)। মৃত মৎস্যজীবির বাড়ি গোসাবার কুমিরমারী পঞ্চায়েতে কুমিরমারি মৃধা পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমিরমারি মৃধা পাড়ার বাসিন্দা মৎস্যজীবি দীপক মণ্ডল ও তার ভাই মন্টু মণ্ডল, ভোলা মণ্ডল ও এক প্রতিবেশীকে নিয়ে গত ২৯ জানুয়ারি সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন।

গত প্রায় ৬ দিন ধরে তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ দীপক মণ্ডলকে টার্গেট করতে থাকে। এদিকে চার মৎস্যজীবি আনমনে নদীতে কাঁকড়া ধরার দোন ফেলতে ব্যস্ত। আচমকা সুন্দরবন জঙ্গল থেকে দ্রুতগতিতে বাঘ বেরিয়ে আসে। মুহূর্তে সকলের অলক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দীপকের ঘাড়ে। ঘাড় মটকে তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এদিকে ওই মৎস্যজীবির ভাই মন্টু মণ্ডল বাঘ দেখে প্রাণ ভয়ে সুন্দরবন জঙ্গলের একটি গাছের মগডালে উঠে পড়ে। অপর দুই মৎস্যজীবি দূরে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বাঘ তার শিকার নিয়ে একটু গভীর জঙ্গলে যেতেই মন্টু মণ্ডল গাছ থেকে নেমে দুই সঙ্গীকে নিয়ে বাঘের কবল থেকে দাদাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। গাছের ডাল

ভেঙে বাঘের পিছু নিয়ে তাড়া করে। বাঘ তার শিকার ছাড়তে নারাজ। রুদ্রমূর্তি ধরে বাঘ তিনজন মৎস্যজীবির সামনে রুখে দাঁড়ায়। দীর্ঘ প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে বাঘে মানুষের লড়াই।

অবশেষে তিন মৎস্যজীবির প্রতিরোধের মুখে পড়ে বাঘ শিকার ছেড়ে গর্জন করতে করতে পিছু হটতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাঘ ভয় পেয়ে সুন্দরবনে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তিন মৎস্যজীবি বাঘের কবল থেকে সঙ্গীকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলেন। ততক্ষণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই মৎস্যজীবি। দীর্ঘ প্রায় ৩০ ঘণ্টা নৌকা চালিয়ে সোমবার বিকাল নাগাদ মৃত মৎস্যজীবির দেহ নিয়ে কাকমারি ঘাটে পৌঁছোয় সঙ্গীসাথীরা। সেখান থেকে বনদপ্তর মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। অন্যদিকে মৃত মৎস্যজীবির স্ত্রী সুনন্দা ও দুই মেয়ে ঝুমা ও রীমা। বড় মেয়ে ঝুমার বিয়ে হয়ে গেলেও ছোট মেয়ে রীমা বর্তমানে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আচমকা দুর্ঘটনার কথা শুনে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সকলেই।

মৃতের স্ত্রী সুনন্দার দাবি, বৈধ পাশ নিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল জঙ্গল থেকে ফিরে এসে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাবে। সেটা আর হল কই?' অন্যদিকে, এমন মর্মান্তিক ঘটনায় মণ্ডল পরিবার সহ সমগ্র কুমিরমারি মৃধাপাড়া এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে এক মৎস্যজীবির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

খুঁটি ও তারের খেলা চলছে

শ্রীতীরন্দাজ

কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আরও একটি পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হলে ২৩৮টি গ্রাম উপকৃত হবে, ৯৭৫টি পাম্পসেট চলবে, ১৮৮টি গ্রামীণ শিল্প সচল হবে, ১০ হাজার গৃহস্থ উপকৃত হবে। কিন্তু গ্রাম বাংলার মানুষের মনে এই সরকারী পরিকল্পনা কোন সাড়া জাগাচ্ছে না। এর কারণ কি? রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের গ্রাম বৈদ্যুতিক করণের যে সব কাজকর্ম কয়েক বছর ধরে গ্রামবাসীরা দেখছেন তাতে তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন। গ্রামবাসীরা দেখছেন শুধু খুঁটি ও তাদের খেলা চলছে। খুঁটিপুতে ও তার ঝুলিয়ে ঠিকাদাররা সরকারী কোষাগার খালি করে ফেলছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ বহু জায়গায় আজও হল না। আর যা হয়েছে তাও চুরির ঠেলায় বানচাল হয়ে যাচ্ছে। মাঠে মাঠে পাম্পসেট অচল। বিদ্যুৎ অভাবে গ্রামীণ শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে। গাঁটের কড়িও খসিয়ে গৃহস্থের ঘর অন্ধকার। পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু পাইয়ে দেবার ও দাঁও মারার মনোভাব না বদলালে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ও সমাজ বিরোধীদের নাশ করতে না পারলে সরকারের সব শুভ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

৮ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪, ১৯শে মাঘ, ১৩৮০, শনিবার।

অসম্পূর্ণ বাস টার্মিনাসের কাজ শেষ করতে অর্থ বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিং মর্ডান বাস টার্মিনাস এর কাজ সমাপ্ত করার জন্য নতুন করে অর্থ বরাদ্দ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হাওড়া থেকে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন এই অর্থ বরাদ্দ করেন তিনি। তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য। এর আগে সাত কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ক্যানিং মর্ডান বাসষ্ট্যান্ডের জন্য। তবে সেই টাকা দিয়ে কাজ শেষ না হওয়ায় সেখানে কোনো বাস যায় না। শুধু তাই নয়, যাত্রী পরিবহনের জন্য শেড, শৌচালয় থেকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা গুলি হওয়ার কথা ছিল। সেগুলোর কোনটাই গড়ে ওঠেনি এখানে। ফের টাকা নতুন করে বরাদ্দ হওয়ায় খুব দ্রুততার কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। ক্যানিং এর মর্ডান বাস টার্মিনাসে একটি অনুষ্ঠান হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরেশরাম দাস, জেলাপরিষদের সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক বলেন, ক্যানিংয়ে বাস রাখা এবং যাত্রী সাধারনের দাঁড়ানোর কোন জায়গা নেই। এর ফলের ক্যানিং এ শুরু হয়েছে যানজট। ক্যানিংয়ের এই যানজট কাটাতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই বাস টার্মিনাস গড়ে উঠলে সেই সমস্যার সমাধান হবে । উল্লেখ্য বছর ছয়েক আগে এই বাস টার্মিনালের শিলান্যাস করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর বেশিরভাগ কাজই সম্পন্ন করা হয় সেখানে। কিন্তু অল্প কিছু কাজ শেষ না হওয়ার সেটি আজও চালু করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হাওড়া থেকে গোসাবার জটিরামপুর জেটির ফেরীঘাটের নবনির্মিত গাংওয়ে এবং পলটুন জেটির ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন। উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

ফের নিখোঁজ বাবা ও শিশু কন্যা

আমিরুল ইসলাম, মালদা : আবারও নিখোঁজের ঘটনা মালদায়। ১১ দিন ধরে নিখোঁজ বাবা ও তিন বছরের কন্যা সন্তান। পিকনিক করতে যাবে বলে গত ২৬ জানুয়ারি বাড়ি থেকে বেরানোর পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় বাবা ও মেয়ে। ইংরেজবাজার শহরের সানিপার্ক এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সরকার । তিনি একজন বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি ভাড়া থাকতেন। তার স্ত্রী ঝুমা গোস্বামী ২৭ জানুয়ারি ইংরেজবাজার থানায় তার স্বামী ও তিন বছরের কন্যা সন্তান নিখোজের বিষয় নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। ১১ দিন পরেও তাদের কোন সন্ধান পায়নি পুলিশ। রীতিমতো চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা। ঝুমা জানান, ২৬ তারিখ সকাল ১০:৩০ টার দিকে তার স্বামী তার তিন বছরের কন্যাকে নিয়ে পিকনিক করতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরোয় তারপর তারা আর বাড়ি ফেরে নি। মোবাইল ফোনও সুইচ অফ রয়েছে। পুলিশ সেভাবে সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ পরিবারের। প্রতিদিনই থানায় যাওয়া হচ্ছে। অবশেষে মালদা জেলা আদালত দারস্থ হয়েছে পরিবার। শুধু তাই নয় স্বামী ও মেয়েকে ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, এবং রাজ্যপালকে লিখিত অভিযোগ পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি উত্তর বালুচরের ১০ বছরের নাবালিকার খুনের ঘটনায় নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় গোটা রাজ্য ও জেলা। এ বিষয়েও রীতিমত চিন্তার মধ্যেই রয়েছেন ঝুমা গোস্বামী। স্বামী ও মেয়েকে পাওয়ার বিষয় এ হাত জোড় করে প্রার্থনা করছেন সকলের কাছে।

বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, একজন মহিলা গত ১১ দিন আগে তার স্বামী ও কন্যা সন্তানকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশকে জানালেও পুলিশ এখনও কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে পরিবার। পুলিশের দিক থেকে কোনরকম নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বাবলা সরকার অবশ্য বলেন, পুলিশ ঠিক কাজই করছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ১০ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

‘সংরক্ষণ’ কী অপরিহার্য

মন্দির ও মসজিদের বিবাদ বহু দিনের। বাবর–ঔরঙ্গজেবের সময় কাল থেকে দেশভাগের রক্তাক্ত জাত–পাতের ইতিহাস এই উপমহাদেশে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। অযোধ্যায় যেমন শ্রীরামের মন্দিরের উদ্বোধন এবং সম্পূর্ণকরণের কাজ চলছে তেমনি অদূরে সৌদি আরব থেকে ইঁট আসছে ভারতের বৃহত্তর মসজিদ নির্মাণকল্পে। এ রাজ্যের দীঘায় সরকারি উদ্যোগে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ হচ্ছে এবং সরকারি উদ্যোগেই ওই দীঘাতেই হবে মসজিদ নির্মাণ। অর্থাৎ ধর্মাচরণের জন্য রাজনীতি রাষ্ট্র প্রশাসন একইভাবে মিলে যাবার মধ্যে যে ঐক্য সন্ধান করে তেমন জাতপাতের বিভেদ বিবাদ টিকিয়ে রাখতে কমবেশি সমস্ত রাজনৈতিক দলই ছোট জাত আর উঁচু জাতের মধ্যে দৃশ্যতঃ দূরত্ব টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। এ রাজ্যের কথা যদি ধরা যায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সাধারণ জাতের মহিলারা পাবেন হাজার টাকা আর যাঁরা জন্মসূত্রে তপশীলি জাতি উপজাতি তাঁরা পাবেন বারশো টাকা, চাকুরির ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কেন্দ্র কী রাজ্য সর্বত্রই এই জাতপাতের সংরক্ষণের রমরমা। লোকসভার অধিবেশনে রাহুল গান্ধী ও মোদীর ভাষণেও গুরুত্ব এই সংরক্ষণের।

ভোটের আগের ইস্তেহারগুলিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দল গলা ফাটায় জাতধর্ম নিয়ে। প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। কে কত পরিমাণ সংরক্ষণপন্থী তা জাহির করতে। শাসকদল গুলি প্রতিটি বাজেট ভাষণে জাতপাতের অঙ্ক কষে থাকে।

দেশভাগের পঁচাত্তর বছর বাদেও জাতপাতের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপে এসসি, এসটি, সংখ্যালঘু ইত্যাদি শব্দের আনাগোনা। খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সংবিধান রচয়িতার অন্যতম কর্ণধার ভীমরাও আম্বেদকর জনান্তিকে স্বীকার করেছিলেন সংরক্ষণের বিষময় ফল। ভারতবর্ষে অমৃতকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অনন্তকাল ধরে জাতপাতের এই বিভেদের ধর্ম যদি চলতেই থাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সে ক্ষেত্রে সাধারণ ঘরে জন্ম নেওয়া নাগরিকরা জন্ম থেকেই রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার শিকার। দেশের উন্নয়ণে সুশাসন, রাজনীতি সর্বত্রই জাতপাতের হাঁড়িকাঠে মেধার নিত্য বলির আয়োজন চলছে। ভারতের মত জনবহুল দেশে বিশাল সংখ্যক মানুষের উন্নয়ণে শুধুমাত্র জন্মগত কারণে নানা সুযোগ সুবিধা থেকে ‘অচ্ছুৎ’ করে রাখা জাতীয় পাপ। একদা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের আমলে ‘মণ্ডল কমিশন’ ঘিরে সারা দেশে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু সাধারণ ছাত্র আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল ওবিসি নামক আরো একটি সংরক্ষণের সূত্র। রাজা আসে রাজা যায় তবু ‘সংরক্ষণ’ নামক অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয় সাধারণদের। নাগরিকদের মধ্যে এই বৈষম্য ও দূরত্ব ঘোচানোর জন্য কোন রাষ্ট্র প্রণেতার সন্ধান মেলে না। মেলে না কোন রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

এই অবসরে সূর্য্য অস্তমিত হলে সভ্যর ইতি হল। পরদিন সকালে আবার সভা শুরু হলে বশিষ্ট বললেন, হে রাম! লীলা ও সরস্বতী ইত্যকার কথালাপের মাঝে দেখলেন রাজগৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হয়েছে তখন তাঁরা রাজার শব্দের পাশে বসে সমাধি অবলম্বন করলেন। সমাধিক্রমে লীলা উপলব্ধি করলেন, ‘আমি নেই, দৃশ্য নেই, জগৎ নেই’। তাঁর দেহ তখন জ্ঞানময়, চিতাকাশরূপ; সেই অবস্থায় গৃহাকাশ থেকেই তাঁরা বিভিন্ন আকাশ এবং তার মধ্যে অসংখ্য জগৎ পরিদর্শন করতে লাগলেন। অসংখ্য জগতের কোন কোন স্থানে সিদ্ধগণ অতি দ্রুত বেগে গমনাগমন করছেন, কিন্তু বিশালাকার জগতের দরুণ সেই দেবদা ও সিদ্ধগণ পরস্পর সম্মুখীন হচ্ছেন না। কোথাও রাক্ষস, পিশাচ কোথাও বা অপ্সরা, কোথাও দেবকন্যাগণ, কোথাও বা লোকপালগণ বসবাস করছেন। নানা স্থানে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন আশ্চর্য্যজনক বিষয় দেখে তাঁরা আবার ভূতমণ্ডলে নেমে এসে গিরিগ্রামে এলেন। গিরিগ্রামের সেই মৃত ব্রাহ্মণের গৃহ তখন শোকে হাহাকার ও বিলাপে এক দুঃখপুরীতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ পক্ষে অদৃশ্য লীলা ও সরস্বতী সঙ্কল্পবলে সকলের দৃষ্টিগোচর রূপ ধারণ করলে শোকবিহ্বল ও বিলাপ–বিধ্বস্ত পরিজনের মধ্যে মৃতকের পুত্র জ্যেষ্ঠশর্মা দেবীজ্ঞানে তাঁদের নমস্কার পূর্বক নিবেদন করলেন– হে দেবিদ্বয়! আমরা আজ দিন কয়েক হল আমাদের অতি পূজনীয়, অতিথি–বৎসল, ধর্মশীল, দরিদ্রবন্ধু, পরম আশ্রয়স্বরূপ মাতা–পিতাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছি। আমাদের দুঃখের যেন কোন সীমা নেই। আপনারা নিশ্চয় বিধাতাপ্রেরিতা মাতৃশক্তি। দয়া করে এই অসহ্য শোক বিদূরিত করে আমাদের রক্ষা করুন। লীলা তাঁর করুণা করে শর্মার মস্তক স্পর্শ এবং অন্যান্য সকলের প্রতি দৃষ্টি নিপাতে সকলের শোক–সঙ্কট বিদূরিত করলেন।

রাম বললেন– লীলা যখন জ্যেষ্ঠশর্মার মাতা, তিনি পূর্বের রূপ ধারণ করলেন না কেন? বশিষ্ঠ বললেন, প্রবুদ্ধব্যক্তি ক্ষিতি–অপ–তেজ ইত্যাদিকে আকাশরূপে দেখে। লীলা দৃশ্যের বিদ্যমানতা পরিত্যাগের অভ্যাস করেছেন, তাঁর জ্ঞানে যে বস্তু অস্তিত্ববিহীন, পূর্বজন্মের সেই দেহ তাঁর অন্তরে উপস্থিত থাকা বা না থাকায় কি গুরুত্ব আছে? প্রকৃত বোধের উদয়ে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু প্রতিভাত হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

হাওড়া স্টেশনের গপ্পো

১৬৫ বছরের পুরনো হাওড়া স্টেশনের গল্প অনেকটা কৌতুহলদ্দীপক, এটিই ছিল হাওড়া রেলস্টেশনের জমি, অধিগ্রহণের আগে জমিটি ছিল এক পর্তুগিজ ব্যাক্তির

নেতাজির চোখে শ্রীরাম ও রামরাজ্য

ড. জয়ন্ত চৌধুরী
(নেতাজি বিশেষজ্ঞ)

নেতাজি গান্ধীজির মতো সরাসরি রামরাজ্যের কথা বারংবার বলেননি। তাঁর কোনও রাজনৈতিক সভাতে রামধুন গান পরিবেশন হত না কিন্তু তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন ও সাধনার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবা ও সংগ্রামের জীবনবেদ খুঁজে পাওয়া যায়।

কিশোর সুভাষচন্দ্রের মানসলোকে আঁকা হয়ে গিয়েছিল রামায়ণের অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাবনা। তাঁর ভক্তিমতী মাতা প্রভাবতীদেবীকে ১৩–১৪ বছর বয়সে চিঠিতে লিখেছেন, ‘মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান– এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই– তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।’ কিশোর সুভাষ এরপর ভারতের মত বিশাল দেশের বৈচিত্র্যময়, নানা ঋতুর উল্লেখ করে লিখেছেন– ‘দাক্ষিণাত্যে দেখি স্বচ্ছ সলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তরতর কলকল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে– কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটির কথা মনে পড়ে– তখন মানস নেত্রে দেখি সেই তিনজন– রাম, লক্ষণ ও সীতা সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী তীরে কালহরণ করিতেছেন– সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদন কমলকে মলিন করিতেছে না– প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহাআনন্দে কাল কাটাইতেছেন– আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি...’ ওই বয়সেই সুভাষচন্দ্র আরও উল্লেখ করেছেন যে সুখশান্তির জন্য সাধারণ মানুষ হাহাকার করে কিন্তু তাঁর কারণ– ‘...আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই– জাতীয় জীবন পর্যন্ত নাই। আমরা এখন এক দুর্বল শরীর, পরদাসত্ব– ব্যবসায়ী, নষ্টধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এতো তোমারই দেশ– কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি!...’

হরিভক্ত মা জননীকে লেখা কিশোর সুভাষ দেশের মানুষের শান্তির জন্য লিখেছিলেন– ‘...ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্তে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নাম সংকীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি! দেখি– পূণ্য সলিলা জাহ্নবী সলিল ভার বহন করিয়া চলিতেছে– আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন– দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত– দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন– তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য– কুশ ও লব, মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রুর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে– গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে– তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে– শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে–

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়
কটক
রবিবার
পরমপূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণকমলেষু—
মা,
ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান- এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই — তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যা চাও সবই আছে — প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, তীক্ষ্ণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্ত কাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি — স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী — দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে — কি পবিত্র নদী!। দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র

সমস্ত ক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র। সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবন তারিণী কলুষহারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন– তাহার তীরে যোগীকুল বসিয়া আছেন– কেহ অর্ধনিমীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন– কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন– কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগদিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন – কেহ গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র– সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজাহোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়!...’ কৈশোরের এই চেতনাই সুভাষচন্দ্রকে হিমালয়ের ডাকে প্রথমবার ১৯১৪ সালে মে–জুন মাসের তপ্ত গরমে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, লছমনঝোলা প্রভৃতি তীর্থে সাধুদের আখড়া জীবনের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে গেরুয়াধারী হয়ে গৃহত্যাগ করিয়েছিল। আগের বছর বড়দিনের ছুটিতে সন্ন্যাসীজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ১৮–১৯ জন বন্ধু মিলে শান্তিপুরের গঙ্গার পাশে একটি খালি বাড়িতে বেশ কিছুদিন গেরুয়াধারণ করে কৃচ্ছসাধন করেন। অনেকটা নরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দের বরাহনগরে সেই আশ্রমিক জীবনের সূচনা লগ্নের মত। সুভাষচন্দ্রের নানা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল নানা সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষদের আশীর্বাদ। রবিঠাকুর তাঁর স্নেহের সুভাষকে ‘দেশনায়ক’ আখ্যায় দীর্ঘ এক অভিভাষণ লিখেছিলেন। সেখানে লিখেছেন– সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতির বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবিভূত হয় দেশের অধিনায়ক।’ এই লেখা তৎকালীন কংগ্রেস রাজনীতির চাপে তখন প্রকাশিত হয়নি। ছাপা অবস্থায় ‘দেশনায়ক’ অভিভাষণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুভাষচন্দ্র কেউই দেখেননি। রবিঠাকুর শেষে লিখেছিলেন– ‘...তারপর আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।’ দেশের মানুষের দুঃখের কথা শ্রীরামচন্দ্রের মতোই নেতাজির জীবনকে দুঃখময়, বেদনাময়, সংঘর্ষময় করে তুলেছিল। সুভাষচন্দ্রের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক সাধনা প্রকাশ্যে না এলেও নেতাজি পর্যায় তিনি রাজধর্ম পালনের মতই সমস্ত ধর্মবর্ণের মানুষকে মাতৃমুক্তিযজ্ঞে শামিল করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে করেছিলেন মাতৃসাধনা অকাল বোধনের মতই। দুর্গাপূজার মহাসন্ধিক্ষণে নিজের চক্ষু অর্পণের জন্যও শ্রীরামচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি। শ্রীরামচন্দ্র মহান লক্ষ্যে শত্রুর শত্রুর সঙ্গেও হাত মিলিয়ে ছিলেন। সন্ধি করেছিলেন, বাহিনী তৈরি করেছিলেন জনজাতি, অরণ্যচারীদের নিয়ে। সুভাষচন্দ্রের অন্তরে লালিত শ্রীরামচন্দ্রের দেখানো পথেই যেন এগিয়েছিলেন মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে। ব্রিটিশের তৎকালীন শত্রুদেশ গুলির মধ্যেও মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই এমনকী উত্তর পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড, মণিপুরের আদিবাসী জনজাতি সুভাষ বোসকে তাদের নেতাজি বলে মেনে নিয়েছিলেন। নেতাজির চোখে এদের সবাইকে নিয়ে রামরাজ্যের স্বপ্ন ছিল।

এক দীপাবলীতে শ্রীরাম বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস শেষে অকাল দীপাবলীতে অযোধ্যা নগরী আবার সেজে উঠেছে। এযুগে নিজভূমে পরবাসী সুভাষচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবনের নানা দ্রব্য সংরক্ষিত হয়েছে অযোধ্যায় রামকথা সংগ্রহালয়ে। ঘটনাচক্রে সেখানেই আছে পুরাতন রাম মন্দিরের নানা পুরতাত্ত্বিক উপাদান। ইতিহাসের আশ্চর্য মিল। হয়ত আগামীদিনে অযোধ্যা নগরীতে রামলালা দর্শন শেষে তীর্থযাত্রীরা রাম কথা সংগ্রহশালা দর্শন করে ধন্য হবেন।

আইন চোখ খুলুক, বিচারক কথা বলুক

নির্মল গোস্বামী

১৯৮৩ সালের কেসের ফাইনাল রায় বের হল ২০২৪ সালে, অর্থাৎ ৪১ বছর পর। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটাই প্রকট হল আরো একবার। একটা স্বাধীন জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই যদি বিচার ব্যবস্থা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কতটা ন্যায় বিচার পায় তা সহজেই অনুমেয়। খাদ্য, বস্ত্র, মাথা গোঁজার ঠাঁই সরকার দিক না দিক অন্তত ন্যায় পাবার অধিকারটুকু সুনিশ্চিত করা সরকারের মৌলিক কর্তব্য। আমাদের দেশের সরকার স্বাধীনতার পর থেকে সেই কর্তব্যটুকু পালন করেছে কি? বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে সবঠিক আছে। সেশন কোর্ট, জজ কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট সব আছে দেশে। সেইসব কোর্টে জজ আছে, উকিল কিল বিল করছে। মুহুরী আছে, পেশকার আছে। বিচারের জন্য যে কেউ যেতে পারে। কোথাও কোন বাধা নেই। কিন্তু সব থেকেও যখন মনে হয় কেউ নেই তখনই মনোবেদনায় অস্থির হতে হয়। ঠিক যেমন হুগলির ৬৬জন হবু শিক্ষকের হচ্ছে। তিন চারজন রায় বের হবার আগেই একবুক অভিমান নিয়ে ধরা ছেড়ে চলে গেছেন। বর্তমান যারা আছেন তাদের বয়সের প্রেক্ষিতে হারা, জেতা চাকরি পাওয়া না পাওয়ার কোনো পরিবর্তন সূচিত করে না জীবনে।

এখানে দুটি বিষয় আছে। এক, সরকার এবং কোর্ট জানে যে প্রতিটি রাজ্যের হাইকোর্টে লক্ষ লক্ষ কেস চাপা পড়ে আছে। তাহলে কেন প্রয়োজন অনুসারে হাইকোর্টের পরিধি বাড়ানো হবে না? কেন নতুন নতুন বিচারক নিয়োগ করা হবে না যাতে করে নাগরিকদের ন্যায় দেওয়া যায় সত্বর। আইনস্টাইনের আবিষ্কারের পর পদার্থ বিজ্ঞানে সময়ের গুরুত্ব অনেক। বস্তুর অস্তিত্বই সময়ের সঙ্গে নির্ভরশীল। ফলে সমাজে মানুষের জীবনে সময়ের গুরুত্ব কতটা তা কি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। নির্ধারিত বয়সের অপেক্ষা একদিন পেরিয়ে গেলে পরীক্ষায় প্রথম হলেও চাকরি হবে না এটাই সরকারি নিয়ম। আর বিচারের বেলায় কোর্ট চোখে কাপড় বেঁধে থাকবে। ‘অন্ধাকানুন’ বলে একটা কথা চালু আছে। আমাদের বিচার ব্যবস্থার যে প্রতীকী মূর্তি আছে হাতে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে চোখে কালো কাপড় বাঁধা। এবার বোধ হয় সময় এসেছে চোখে বাঁধা কালো কাপড়টা তা হল খুলে ফেলার। আইনের চোখ খোলা থাকলে দেখা যেত যে যারা চাকরির হকদার তাদের বয়স কত? কত সময়ের মধ্যে মামলাটা শেষ করা উচিত। চাকরির বয়স ১০ বছর বাকি থাকতেও যদি বিচার পেত, তাহলেও তাদের জীবনে পরিবর্তন আসত। ৪১ বছর ধরে মামলা পড়ে আছে এটা তো বিচার না দেওয়ার একটা সরকারি ফিকির মাত্র। আর এই ফিকির সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যখন নেতা মন্ত্রীদের কোনো কেস কোর্টে ওঠে তখন দু একদিনের মধ্যেই তার বিচার শুরু হয়। রায়ও বের হয়। হাইকোর্টের রায় পছন্দ হল না। নেতারা বা রাজ্য সরকার ছুটল সুপ্রিমকোর্টে রায়ের উপর স্থগিতাদেশ পাবার জন্য। এরা অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবুও তাদের মামলা সুপ্রিমকোর্ট সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে। কেন সিরিয়ালি মামলা নথিভুক্ত হবে না? এক লক্ষ মামলা যদি নিষ্পত্তিহীনভাবে পড়ে থাকে তাহলে ওই সব মামলার মীমাংসার পর নতুন মামলা গ্রহণ করুক কোর্ট। সেটাই ন্যায়লয়ের প্রাথমিক ন্যায় ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তা তো হয় না। কেন হয় না তা বোধহয় কেউই জানে না। সাধারণ মানুষের মামলা পড়ে থাক। ডি.এ মামলায় বছরের পর বছর শুধু তারিখ পড়ুক। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে কিনা সেই মামলার রায় সঙ্গে সঙ্গে বের হয়। তাহলে কি ভাবব আদালত ও শ্রেণী বিচার করে? ৬৬ জনের যেমন শিক্ষক হওয়া হল না শুধু আদালতের গাফিলতিতে। তাদের জীবন শেষ হয়ে গেল। ঠিক তেমনিভাবে ডি .এ মামলার রায় যদি কর্মচারীদের পক্ষে যায়, তাহলে তার বকেয়া দিতেই রাজ্য সরকার দেউলিয়া হয়ে যাবে। যদি রায়টা তাড়াতাড়ি বের হত হবে সরকারের উপর আর্থিক চাপ বাড়ত না।

ফলে বন্ধ চোখে নয়, খোলা চোখে বিচার করুক আদালত। সময়ের ন্যায় সময়ে না মিললে তার ফল পড় ফলে না। সাধারণ মানষকে কষ্টাজিত অর্থ দিয়ে আইনকে কিনতে হয়। সময়ে ন্যায় না পেলে সেই অর্থই জলে যায়। ওই ৬৬ জনের লাখ লাখ টাকা খরচ হয়েছে উকিলবাবুদের পিছনে। সরকার কি সেই টাকা ফেরত দেবে?

বর্তমানে দুর্নীতির বিচার করতে করতে ক্লান্ত রাজ্যের হাইকোর্ট। বিচারপতিদের কেউ কেউ তাঁদের নিরীক্ষার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে বলছেন। যাদের সরকার আছে তারা এতে রুষ্ট হচ্ছে বিচারপতিরা পক্ষপাত করছে এই অভিযোগে। বর্তমানে রাজ্যের দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা এতো বেশি যে সে সম্পর্কে বিচারপতিরা না বলে থাকতে পারছেন না। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিচারপতিরা নীরব না থেকে সরব হোন। বিচারপতির মুখ খোলা মানে মামলাকারীর কোনো পক্ষালম্বন করা নয়। বিচারপতিরা সরব হওয়া মানে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা। যাঁদের হাতে ন্যায় দেওয়ার ভার তাঁরা ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবে এটাই তো স্বাভাবিক। এতে তো দোষের কিছু নেই। তবে অন্যায়কারীদের সেটা ভালো লাগার কথা নয়। তারা প্রতিবাদ করবেই। যিনি সর্বোচ্চ শাসক তিনি যদি বিচারের আগে কোনো ঘটনার সম্বন্ধে মতামত দিতে পারেন, তাহলে বিচারকরা পারবেন না কেন? আইনের প্যাঁচ পঁয়জারের সাহায্যে আইনকে ফাঁকি দিয়ে দোষী বেকসুর খালাস পেতে পারে কিন্তু বিচারকের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তিনি ঠিকই বুঝতে পারেন পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থার গাফিলতিটা কোথায়– এবং সেটা কতটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত। এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থেই বিচারপতি তখন মুখ খুলতে বাধ্য হন।

আমরা ভুলে যাই যে বিচারপতিরাও মানুষ, রোবট নয়। তাঁদেরও দেশের প্রতি সমাজের প্রতি আবেগ থাকে। মানবিক গুণ সম্পন্ন বিচারকই তো মানবতার পক্ষে রায় দিতে পারেন। এই সমাজে তাঁরাও স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করেন। ফলে সমাজের ভালোমন্দে তাঁরও প্রভাবিত হন খুব স্বাভাবিকভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে। সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।’। তাই বিচারক চোখ খুলে সমাজকে দেখুক, মুখ খুলে বলুক–সেটা বিচার ব্যবস্থার স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল।

দেশ দেশান্তরে

সীমান্তে খারিজ ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম

সুমন্ত ভৌমিক

এবার ভারত–মায়ানমার সীমান্ত বন্ধ করতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন আমিত শাহ। দেশের সীমান্ত নিরাপদ রাখতে বদ্ধ পরিকর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ভারত–মায়ানমার সীমান্তে কার্যকর থাকা ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় থাকবে এবং উত্তর–পূর্বের রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার কাঠামো নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অমিত শাহ জানান, ১৪৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত–মায়ানমার সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া বসানো হবে। কড়া নজরদারি চালানো হবে সেখানে। তুলে নেওয়া হবে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম। যার আওতায় এতদিন ভারতের সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতিগত সংযোগ থাকা দেশের মানুষজন, ভিসা–পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে প্রবেশ করতে পারতেন। মায়ানমার থেকে উগ্রপন্থী, বেআইনি অভিবাসী এবং মাদক পাচারকারীরা ওই চুক্তিকে ব্যবহার করে ভারতে ঢুকে পড়ছেন এবং মণিপুরে অস্থিরতা তৈরি করছেন বলে দাবি করেন তিনি। যদিও মিজোরাম সরকার কেন্দ্রকে জানিয়েছে, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর বিরোধী তারা। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ৩ মাসে মায়ানমার থেকে কমপক্ষে ৬০০ সেনা ভারতে প্রবেশ করেছেন। মায়ানমারের পশ্চিমের রাখিন প্রদেশের আরাকান সশস্ত্র বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে সম্প্রতি মিজোরামের লংতলাই জেলায় এসে আশ্রয় নেন। তাই মায়ানমার সীমান্তের নিরাপত্তা বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। যদিও দুই তরফের মানুষজনই কাঁটাতারের ঘোর বিরোধী। কারণ দুই দিকেই পরস্পরের পরিবার, আত্মীয় রয়েছে। ১৯৭০ সালে চালু হয়েছিল ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম। যাতে দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে জনসংযোগ বজায় থাকে।

সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব বাতিল মার্কিন পার্লামেন্টে

ইসরায়েলকে সহায়তা বিলকে প্রত্যাখ্যান করে ভোট দিয়েছেন মার্কিন আইন প্রণেতারা। মঙ্গলবারের ওই বিলটিতে ইসরায়েলের জন্য ১৭.৬ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তার প্রস্তাব ছিল। প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজের ক্ষমতা ব্যবহারের হুমকি দিলেও ১৬৭ ডেমোক্রেট আইন প্রণেতা এই বিলের বিপক্ষে ভোট দেন। ১৩ রিপাবলিকান আইন প্রণেতাও বিলটির বিরোধিতা করেন। বিলের বিপক্ষে দাঁড়ানো মার্কিন আইন প্রণেতারা বিলটিকে নিন্দিত বলে আখ্যা দেন। তাদের দাবি, এই স্বতন্ত্র বিল প্রস্তাবিত আরও বড় আকারের নিরাপত্তা বাজেটকে উপেক্ষা করার উপলক্ষ। যেখানে ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য ২০ বিলিয়ন ডলার তহবিল সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এর আগে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইসরায়েলকে নতুন করে এক হাজার ৭৬০ কোটি মার্কিন ডলারের সামরিক সহায়তার সুপারিশ করে বাইডেন সরকার। সামরিক সহায়তা দেওয়ার এই বিলটি উপস্থাপন করেছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। এই সামরিক সহায়তা দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা, কামান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কথা ইসরায়েলের।

ভোট সম্পন্ন পাকিস্তানে

পাকিস্তানে শেষ হয়েছে সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছিল ভোটগ্রহণ। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটে রয়েছে কারচুপির অভিযোগও। দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে রয়েছেন ইমরান খান। তার দল প্রতীক ছাড়াই ভোটে অংশ নিয়েছে। ভোটে রয়েছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি, যেটির নেতৃত্বে রয়েছেন বিলাওয়াল ভুট্টো ও আসিফ আলি জারদারি। এই নির্বাচনে ৯০ হাজার ৬৭৫টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এসব কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছেন ১৪ লক্ষের বেশি ভোটকর্মী। ১৬ হাজার ৭৬৬টি কেন্দ্রকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকার গঠনের জন্য একটি দলকে সংসদে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে হয়। ন্যূনতম ১৫৯ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে মোট আসন রয়েছে ৩৩৬টি, এর মধ্যে ২৬৬ আসনে সরাসরি ভোট অনুষ্ঠিত হয়। আর সংরক্ষিত রয়েছে ৭০টি আসন। এর মধ্যে ৬০টি মহিলাদের জন্য এবং ১০টি অমুসলিমদের জন্য। জয়ী প্রার্থীরা জাতীয় পরিষদের সদস্য হন। ফল ঘোষণার পর স্বতন্ত্রদের যেকোনও দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদ পার্লামেন্টারি ভোটের মাধ্যমে সংসদ নেতা নির্বাচন করা হয়, যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানের সবচেয়ে কম বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন। দিনভর ভোটগ্রহণ শেষে গণনাও শুরু হয়েছে।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিশাল আকৃতির ১টি শংকর মাছ ধরা পড়ল মৎস্যজীবীর জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ হারুউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত আট নম্বর দাসপাড়া এলাকাতে এক মৎস্যজীবীর জালে পরপর তিন দিন ধরা পড়ল বিশাল আকৃতির শংকর মাছ। গত শুক্রবার ওই মৎস্যজীবীর জালে ২১ কেজির সংকর মাছ ধরা পড়েছিল, এরপর আবারো শনিবার জালে ওঠে আনুমানিক ৩০ কেজির মতন শংকর মাছ। রবিবার দিন ফের ওই মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়ে প্রায় ৭৫ কেজি ওজনের একটি শংকর মাছ যা দেখে চক্ষু চরক গাছ এলাকার মানুষের। সকালে মুড়িগঙ্গা নদীতে সুধাংশু পরীক্ষিত নামে এক মৎস্যজীবী তার পরিবারের সঙ্গে মাছ ধরতে রওনা দিয়েছিল। রবিবার দিন দুপুর দুটো নাগাদ ওই মৎস্যজীবীর জালে হঠাৎই একটি শংকর মাছ যখন ঢুকে পড়ে বুঝতে পারেননি সুধাংশু। ডাঙায় জাল নিয়ে এলে দেখতে পায় বিশাল আকৃতির শংকর মাছ। পরপর তিনদিন এত বড় বড় শংকর মাছ পেয়ে খুব খুশি সুধাংশু পরীক্ষিত ও তার পরিবারের লোকজন। জানা গেছে নিশ্চিন্তপুর আড়তে এই মাছগুলিকে বিক্রি করা হবে।

আমতার গ্রামে বৈচিত্র্যময় কৃষি মেলা

দীপংকর মান্না : একটা ইয়া বড়ো কাঁচা কলার কাঁদি। ২২ ছড়ার এই কাঁদিতে কলার সংখ্যা ৪২০ পিস। প্রায় দু'কেজির এক সাদা মুলো। কাঁচা পেঁপেটাও হবে তিন কেজির কাছাকাছি। একটা বড় পালং ঝাড়। রান্না করলে ৩০–৩২ জনকে দেওয়া যাবেই। টমেটো কম কিসে, দুটো টমেটোয় শ'পাঁচেক। এছাড়াও সাড়ে পাঁচ কেজির বাঁধাকপি। সাড়ে তিন কেজির ফুলকপি। দেড় কেজি দু'কেজির ওলকপি ছিল অনেক। ছিল নজরকাড়া সবুজ, হলুদ ও বেগুনি রঙের ফুলকপি, আড়াইশ গ্রাম ওজনের টমেটো, একটা বড় তাল আলু ইত্যাদি । এইসব বৈচিত্র্যময় টাটকা সবজির সমাহার দেখা গেল গত ২৩–২৪ জানুয়ারি আমতার চাকপোতা গ্রামের কৃষি মেলায়। উপরিপাওনা কৃষি ও মৎস্য আলোচনা এবং বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজক আমতা বিজ্ঞান কেন্দ্র। সহযোগিতায় চাকপোতা 'কৃষ্টি'। মেলা উপলক্ষে কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক আলোচনায় শিক্ষক মদন গোপাল দাস, অসীম ঘোষ, অজয় মান্না, বনমালী পাত্র প্রমুখ। অতিথি তথা কৃষি মেলার বিচারক ছিলেন আমতা থানার ওসি অজয় কুমার সিং, শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত ও রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার খাঁড়া। দুই সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় মনোরম গানের আসর। কৃষিজীবী গ্রামের নিজেদের উৎপাদিত ফসল দেখে গ্রামবাসীতো বটেই, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ অবাক। উপভোগ্য সঞ্চালনা করেন উজ্জ্বল মান্না।

অবাধে চলছে নির্মাণ : অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এই নদীর উৎস মুখ বিচ্ছিন্ন হয়ে হরিণঘাটা থানার বরগা বিল থেকে বর্তমান বিদ্যাধরী নদী উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, হাবড়া ১ ও ২ ব্লক, দেগঙ্গা, বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালির উপর দিয়ে প্রায় ৭২ কিমি অতিক্রম করে সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে মিশেছে। বিদ্যাধরী নদীর এই প্রাচীন গতিপথ উল্লিখিত রয়েছে ঐতিহাসিক টলেমির বর্ণনায়।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেলিয়াঘাটা, শাসন, হাড়োয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত এই বিদ্যাধরী নদীকে কেন্দ্র করে এই এলাকায় বহু বছর আগে গড়ে উঠেছে বসতি। এই নদীতে মাছ ধরে একসময় বহু পরিবার তাদের সংসার চালাতো। নদী দূষণের কারণে এখন সেই নির্ভরতা অনেকটা কমেছে। এইসব এলাকার ভেড়ির মাছ চাষে এই নদী বড় ভূমিকা পালন করে। এহেন বিদ্যাধরী নদী বর্তমানে একশ্রেণির অসাধু কারবারিদের দৌরাত্ম্যের শিকার। হাড়োয়ার কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিনে দুপুরে বিদ্যাধরী নদীর মাটি কেটে স্থানীয় ইটভাটায় চালান হয়। এহেন অভিযোগ সামনে আসায় হাড়োয়ার বিএলআরও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য এভাবে নদী থেকে মাটি কাটা যায় না বলে মন্তব্য করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে মাটি চুরি ছাড়াও বিদ্যাধরী নদীর চর ও পাড় দখল করে বেআইনি নির্মাণ গড়ে ওঠার অভিযোগও সামনে এসেছে। যার ফলে নদী সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাভাবিক গতিপথ। এমনটা চলতে থাকলে এই নদী একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেন পরিবেশপ্রেমিরা। বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে বিদ্যাধরী নদীর চর ও পাড় জমি কারবারিরা ১২ হাজার থেকে ৯০ হাজার টাকায় বিক্রি করছে বলেও অভিযোগ। আর এই কারবারের পিছনে রাজনৈতিক মদত আছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। যারা এই নদীর জমি কিনেছেন তারা স্থায়ী নির্মাণ গড়ে তুলে বসবাসও শুরু করেছেন। এর ফলে নদী তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে। এমনিতেই সংস্কারের অভাবে তলদেশে পলি জমে জমে নদী নাব্যতা হারিয়েছে। তার উপর নদী তার স্বাভাবিক গতিপথ হারানোয় ফি বছর বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভেসে যায় ভেড়ির মাছ। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন মাছ চাষিরা। আশপাশের কৃষি জমিতেও নোনা জল ঢুকে ফসল নষ্ট করে। একারণে অবিলম্বে এই নদী চুরি, মাটি কাটা সহ অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধ করা প্রয়োজন বলে এলাকাবাসীদের দাবি। এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইয়ানবী মণ্ডল বলেন, 'এইভাবে নদীর চর ও পাড় বিক্রি করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। প্রশাসন তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নদীর অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে এবং জীবনযাপনও বিপন্ন হবে।' এ প্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'এধরনের অভিযোগ আমার কানে এসেছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলব এবং সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের গোচরেও আনব বিষয়টি। এবং তাকেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলব।'

বিক্ষোভে কুমির প্রকল্পের কর্মীরা

প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছরের টাকা বাকি রেখে এখন এদের প্রকল্প থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে তারা কোনও উপায় না দেখে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে তাদের বকেয়া টাকা দিতে হবে এবং এতোদিন কাজ করার পর তাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে কেন তারও জবাব দিতে হবে। যদিও এখনও তাদের আশা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দিকে তাকিয়ে সমস্যার সমাধান করবেন বা অন্য কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই সুদিন কবে আসবে সেই দিকেই তাকিয়ে এইসব খেটে খাওয়া পরিবারগুলো।

সন্দেশখালির সন্দেশ

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক মহলের ধারণা ইডির উপর হামলা ও পালিয়ে গিয়ে তৃণমূলের বিড়ম্বনা কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে শাহাজাহান। এর চেয়ে ধরা দিলে মুখ রক্ষা হত শাসকদলের। সন্দেশখালির রাশও হারাতে হত না এভাবে। বরং চক্রান্তের ধুয়ো তুলে পার করে ফেলা যেত নির্বাচন। পরিস্থিতি বলছে সন্দেশখালির বাঘ শেখ শাহজাহান এখন শেয়াল হয়ে গেছে। শুক্রবার সকালেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ চলে। শিবু হাজরার জেলুয়াখালির পোলট্রি ফার্মে ক্ষোভে জনগণ আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর লেখা পর্যন্ত শিবু, উত্তম বেপাত্তা। সাধারণ মানুষের বক্তব্য বিক্ষোভরত মানুষদের নামে পুলিশি কেস দেওয়া হচ্ছে। তবুও মানুষের ক্ষোভের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সন্দেশখালিতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'।

বজবজ মহেশতলা নেচার–স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে বিজ্ঞানমেলা

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের (সদস্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বত আরোহন সংগঠন) উদ্যোগে ২৯ তম বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হল গত ২৬–২৭ জানুয়ারি বজবজ পিকে হাইস্কুলে। এই বিজ্ঞানমেলায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী মডেল প্রদর্শন করে। ৩২টি বিদ্যালয় ও সাতটি সংস্থা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষ্যে জানুয়ারি মাস ব্যাপী চলতে থাকা কর্মসূচীর মধ্যে যথাক্রমে ১৪ জানুয়ারি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৩৮৬ জন ও কুইজ প্রতিযোগিতায় ২৯৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র নৃত্যে ১৮৫ জন ও আবৃত্তিতে ২১০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। জর্জ কলেজ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও টাটা এআইজি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। সিইএসসি পুজালী থার্মাল পাওয়ার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চয়ের বিষয়টি তাদের নিজস্ব প্যাভেলিয়নে উপস্থাপনা করে। ২৯ তম বিজ্ঞানমেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় বজবজ পি.কে হাইস্কুল, রানার্স চ্যাম্পিয়ন হয় বুড়ুল হাইস্কুল। তৃতীয় স্থান অধিকার করে বজবজ সেন্ট থমাস হাইস্কুল, চতুর্থ হয় সন্তোষকুমারী মায়াপুর হাইস্কুল, পঞ্চম হয় কালিপুর হাইস্কুল। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মডেল ও উপস্থাপনার জন্য পুরস্কার লাভ করে।

২৬ জানুয়ারি ২৯ তম বিজ্ঞানমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্যডঃ শ্যামল চক্রবর্তী, বজবজ পুরসভার পৌর প্রধান তথা বিজ্ঞান মেলা কমিটির সভাপতি গৌতম দাশগুপ্ত, উপ– পৌর প্রধান মোহাম্মদ মনসুর, বজবজ পিকে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত মন্ডল, এই বিদ্যালসের পরিচালন সমিতির সভাপতি কৌশিক রাম, পশ্চিমবঙ্গ পর্বত আরোহন রাজ্য কমিটির সম্পাদক করুনা প্রসাদ মিত্র প্রমুখ। গৌতম দাশগুপ্ত বলেন মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বিজ্ঞান মনস্কতা, কুসংস্কারমুক্ত জীবন যাপন দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান নির্ভরতার উপলব্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার সারা বছর ধরে নিরন্তর ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। সেই বৃহত্তর বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তিনি এই বিজ্ঞান মেলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব দাস এই ঐতিহ্যবাহী ২৯ তম বিজ্ঞান মেলার সফল করার জন্য বজবজ পুরসভা, বজবজ পিকে হাইস্কুল, বিভিন্ন সংস্থা, সকল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান।

হট সিট ডায়মন্ড হারবারে ঘর গোছাচ্ছেন নওশাদ

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী বলেছেন, এই কেন্দ্রে যদি নওশাদ সিদ্দিকী দাঁড়ান তাহলে ভাইপোর জেতা সমস্যা হবে। গত লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক ব্যানার্জি ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। বিজেপি পেয়েছিল প্রায় ৩৩ শতাংশ ভোট। এখন সংখ্যালঘু ভোট যদি ভাগাভাগি হয়ে যায় তাই ভেবে তৃণমূল কংগ্রেসের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তবে এই কেন্দ্রের অনেক মানুষ বলছেন যদি নির্বিঘ্নে ঠিকঠাক ভাবে ভোট এবং গণনা হয় তাহলে শাসক তৃণমূলের চিন্তার কারণ আছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এই কেন্দ্রে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাঁড়ালেও অভিষেক ব্যানার্জি জিতবেন।

পাঁচপক্ষের দাবি পাল্টা দাবিতে এখনই হট সিটে পরিণত হয়েছে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র। এখানে লড়াই হতে পারে দ্বিমুখী বা ত্রিমুখী। তৃণমূল–বিজেপি–বাম কংগ্রেস সমর্থনে নওশাদ বা তৃণমূল বনাম সকলের সমর্থনে নওশাদ। যদি তাই হয় আর নওশাদ যদি মুসলিম ভোটে ভাঙন ধরাতে পারে তাহলে অভিষেক ব্যানার্জীর সাংসদ ভবিষ্যত যে বেকায়দায় পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল অভিষেক লাগাতার ডায়মন্ড হারবার নিয়ে পড়ে থাকার পর, এত দানখয়রাতি করার পরও নওশাদ সেখানে প্রভাব ফেলছেন কি করে? রাজনৈতিক মহলের ধারণা আর্থিক অনুদান সব নয়। সকলেই চায় স্থায়ী উন্নতি এবং মর্যাদা। ডায়মন্ড হারবারে তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই কেন্দ্র জুড়েও দাদাগিরির অভিযোগ প্রায় সর্বত্র। বিজেপি এখানে হিন্দু ভোট অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। মুসলিম ভোটে ধ্বস নামলে ডায়মন্ড হারবার অন্য খেলা দেখাবে বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

ব্যর্থতা ঢাকতেই কি 'ভাতা'র দাওয়াই

প্রথম পাতার পর

সর্বপরি নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে যে ভাতা বৃদ্ধি সঙ্গে পরিকাঠামোর প্রস্তাব রাখা হল তার অর্থ কোথা থেকে আসবে তা কিন্তু অস্বচ্ছই রয়ে গেল। বাজেটে রাজস্বের আয়ের যে বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে তা যে যথেষ্ট নয় তা প্রমাণ করে কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো জনপ্রিয় প্রকল্পে বরাদ্দ কমানোর মধ্যে দিয়ে। এমন কী বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দ বৃদ্ধিও যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। বরং প্রস্তাবে রইল ঋণ বৃদ্ধির দাওয়াই। বর্তমান সরকারের যিনি সর্বময় নেত্রী তিনি একসময় ঋণের বিরোধিতা করতেন, বাম সরকারের বিপুল ঋণের বোঝা নিয়ে কটাক্ষ করতেন। এখন তিনিই ঋণ করে ভাতা বৃদ্ধির পথে হাঁটছেন। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে ভবিষ্যতের জন্য এ এক সর্বনাশা পথ। এই পথের শেষে যে খাদ অপেক্ষা করছে সেই খাদের দিকেই এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি সম্পদশালী রাজ্য।

বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ জানুয়ারি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবেন নেহরু যুবকেন্দ্র বারুইপুরের জনপ্রিয় ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর। বারুইপুরে আয়োজিত একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুব স্বেচ্ছাসেবক, যুব ক্লাবের সদস্য, জেলা কর্মকর্তা এবং তার কিছু সহকর্মী। যুব স্বেচ্ছাসেবক এবং ক্লাবের সদস্যরা ডক্টর নস্করকে ক্রমাগত দিকনির্দেশনার জন্য এবং তাদের নতুন জিনিস শিখতে অনুপ্রাণিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। অনেকে বলেন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে তাদের নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করেছেন ডঃ নস্কর। কিছু সহকর্মী উল্লেখ করেন যে ডঃ রজত একজন শ্রেষ্ঠত্বের মানুষ। এনওয়াইকেএস'এর মাধ্যমে যুব আন্দোলনে সাফল্যে তার অবদান অতুলনীয়। তাঁর সহকর্মীদের জন্য তাঁর উদারতা, ভালবাসা এবং আবেগপূর্ণ সমর্থন বেশ ব্যতিক্রমী ছিল।

ডঃ নস্কর তার বক্তৃতায় বলেন, তিনি তার সমস্ত প্রেমময় সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিদায় জানাতে ব্যথিত এবং হৃদয়বিদারক অনুভূতি অনুভব করেছেন যাদের সাথে সমস্ত আনন্দ এবং দুর্দান্ত সঙ্গ, সময় কাটিয়েছেন, ভাগ করেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন এবং একসঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছেন।

টাকা দিলে অ্যাডমিট, প্রতিবাদ করলে মিলছে হুমকি

আমিরুল ইসলাম, মালদা: টাকা দিলে তবেই মিলবে অ্যাডমিট কার্ড, দিন কয়েক আগে বিদ্যালয়ে ছাত্ররা এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে পরিবর্তে ফোনে মিলছে হুমকি। এমনই অভিযোগ এনে বিক্ষোভে রাস্তায় ছাত্ররা। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক শিক্ষানিকেতন হাই স্কুলে। মানিকচক থানার নামজাদা বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিদ্যালয়। ছাত্রদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে ২৪০ টাকার দিলেই তবেই মিলবে উচ্চ মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড। তবে প্রশ্ন কিসের এই টাকা? বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের অভিযোগ টাকা ছাড়া কোন কথাই বলে না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হাজার হাজার টাকা বিনিময়ে বকলমে চলছে ভর্তি। বিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে কুড়ি টাকার খাতা রীতিমত ১২০ টাকায় বিক্রি করছে। কিছু জানতে চাইলে কোন কথাই বলতে চায় না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের টিআইসি সুব্রত প্রামানিক জানান, ছাত্ররা যা অভিযোগ আনছে সবই ভিত্তিহীন। বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় যে অর্থ নেওয়া হয় সেটি দুটি কিস্তিতে আমাদের বিদ্যালয় নিয়ে থাকে। ছাত্রদের দ্বিতীয় কিস্তির বকেয়া ২৪০ টাকায় নেওয়া হচ্ছে। তবে এ বছর বিদ্যালয়ে থেকে ১৬৬ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। তারা ইতিমধ্যে সকলেই অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে গেছে। যেসব ছাত্ররা বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করছে তাদের সাথে আমরা খুব শীঘ্রই বসে বিষয়টি আলোচনা করে মিটিয়ে নেব। অভিভাবকদের অভিযোগের কোন অর্থ নেই। বিদালয় ক্যাম্পাসে কোনোভাবেই কোন টাকা পয়সা নিয়ে ভর্তি হয় না। শুধুমাত্র কিছু মানুষ বিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করার জন্য হয়তো এই বদনাম ছড়াচ্ছে।

রসপুঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি

প্রথম পাতার পর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই পুলিশ ফাঁড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তারপর থেকেই পুলিশ ফাঁড়িটির অবস্থা বেহাল হয়েছে। দীর্ঘদিন পুলিশ ফাঁড়িটির কোন সংস্কার হয়নি। বর্তমানে মাত্র তিন জন পুলিশ কর্মী এখানে আছেন। তাদের কোন গাড়ির ব্যবস্থাও নেই। ব্যক্তিগত বাইকে চলাচল করে। আগে এখানে জিডি করার ব্যবস্থা ছিল এখন সেসব নেই। রসপুঞ্জ ও সামালির মতো বৃহত্তর এলাকার দায়িত্বে থাকে তারা। বিষ্ণুপুর থানা থেকে কোন কল এলে তবেই তারা বিভিন্ন স্পটে যায়। বেহাল পুলিশ ফাঁড়িটির এমনই অবস্থা এখানে সাপ খোপের উপদ্রবেরও আশঙ্কা আছে। এলাকার মানুষের দাবি এই পুলিশ ফাঁড়িটির সংস্কার করা হোক এবং আরো কিছু পুলিশ কর্মী এখানে দেওয়া হোক। পূর্বের মতো জিডি করার ব্যবস্থা করা হোক। এ ব্যাপারে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহন দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল বলেন, বিষ্ণুপুর থানায় নতুন আই সি এসেছেন তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে কিছু একটা ব্যবস্থা করব। তবে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে এই পুলিশ ফাঁড়িটিকে নাকি তুলে দিয়ে আশুতি থানার সঙ্গে যুক্ত করা হতে পারে। তবে যতদিন না যুক্ত হয় সাধারণ মানুষের দাবি এখানে পুলিশ ফাঁড়িটির সংস্কার করে আরো পুলিশ কর্মী দেওয়া হোক। তাতে এলাকার শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সুবিধা হবে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের থেকে ধান কিনছে রাজ্য সরকার

- ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা চলছে স্থায়ী ধান ক্রয় কেন্দ্রের (CPC) পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, কৃষি বিপণন সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্ঘ বা মহাসঙ্ঘ, কৃষি উৎপাদক সমিতি/কোম্পানি ইত্যাদি সংস্থাগুলির মাধ্যমে।
- নাম নথিভুক্তিকরণের জন্য বা কোনও তথ্য পরিবর্তনের জন্য আর ধান বিক্রির দিন ঠিক করার জন্য খাদ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটের (https://epaddy.wb.gov.in) মাধ্যমে নিজেই নিজের আবেদন করতে পারবেন।
- নিজে না পারলে, নিকটবর্তী যে কোনও ধান ক্রয় কেন্দ্র, খাদ্য সরবরাহ দপ্তর এর পরিদর্শকের অফিসে, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে (BSK) যোগাযোগ করতে পারেন।
- ধান বিক্রি করুন সঠিক গুণমান মেনে। মনে রাখবেন, ভালো মানের ধান মানে ভালো মানের চাল যা পরে রেশন দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয় বা মিড ডে মিলে অথবা অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাওয়ানো হয়।

"ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) কুইন্টাল প্রতি ২১৮৩ টাকা। স্থায়ী ধান ক্রয় কেন্দ্রে (CPC) বা মোবাইল CPC গুলিতে ধান বিক্রি করলে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ মূল্য। অর্থাৎ কুইন্টাল প্রতি ধানের মূল্য ২২০৩ টাকা।"

নিবন্ধিকরণ করার সময় অবশ্যই সঙ্গে রাখুন
১) ভোটার কার্ড
২) আধার কার্ড
৩) IFSC যুক্ত ব্যাঙ্কের পাস বই
৪) মোবাইল (আধার সংযুক্ত হলে ভালো)
৫) কৃষি জমি সংক্রান্ত নথি বা স্ব-ঘোষণা পত্র

ধান ক্রয় কেন্দ্রগুলি সরকারি ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকে

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র — এক জানালা পরিষেবা
বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

বিশদে জানার জন্য ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ নম্বরে ফোন করুন (শুল্ক মুক্ত) বা ৯৯০৩০৫৫৫০৫ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন বা ওয়েবসাইট দেখুন:
https://epaddy.wb.gov.in / https://food.wb.gov.in/www.facebook.com/WBDFS / X@wbdfs

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

সফল হল ৫৭তম আবাসিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের আবাসিক শারীর শিক্ষণ শিবির এ বছর ৫৭ তে পা দিল। বজবজের দুর্গাপুরে দেশবন্ধু পল্লী সেবা সংঘ সন্তোষ কুমারী শিক্ষা নিকেতনে অনুষ্ঠিত শিবিরে যোগ দেয় ১৪৮জন শিক্ষার্থী ভাই ও ১২৬জন বোন। দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সহযোগিতায় ২২ জানুয়ারি যার শুভ সূচনা হল প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মাঙ্গলিক আলোক শিখায় আর পূজ্যপাদ স্বামী প্রেম গোপাল পুরী মহারাজের আশীর্বাণীতে। ৫দিনের শিবিরের নির্ধারিত নানান শারীর শিক্ষণের (পি, টি, প্যারেড, কাবাডি, খোখো ক্যারাটে, যোগব্যায়াম, জিমন্যাস্টিকস, লোকনৃত্য, ব্রতচারী) পাশাপাশি ছিল চারিত্রিক ও মানসিক শিক্ষার নানান কার্যক্রম। মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশিত ম্যাজিক শো, তথ্যচিত্র গুরুসদয় দত্ত ও ব্রতচারীর রায় বেশে,ঢালি ও কাঠি নৃত্য। থিয়েটার পুষ্পক প্রযোজিত বাংলা সাহিত্যের মণিমুক্তো নিয়ে আলোকপর্ণা গুহ নির্দেশিত নাটিকা গল্প দেখা গল্প শোনা, দঃ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিবেশিত ছোটোদের উপযোগী তথ্য চিত্র, প্রধান শিক্ষক শ্রীরঞ্জন ঘোষ নিবেদিত প্রেরণাদায়ক (মোটিভেশনাল) অডিও ভিসুয়াল হাউ টু অ্যাচিভ ইওর গোল, প্রতিভা বিকাশের জন্য মজলিস ইত্যাদি নানাবিধ আয়োজন।

শেষদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন আলিপুরের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ড. ডালিয়া ভট্টাচার্য, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত বাসন্তী হাই স্কুলের সহ শিক্ষক অমল নায়েক, বজবজ পৌরসভার পৌরপ্রধান গৌতম দাশ গুপ্ত, সংঘের সভাপতি বি বি আই টি, জিমস হসপিটালের চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্ত, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক তথা আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রনব গুহ, আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী ও আলোকচিত্রী অরুণ লোধ, বিশিষ্ট শিশু ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ তথা ড: বি আর আম্বেদকর পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ নীহার রঞ্জন কয়াল, লায়ন্স ক্লাব অফ বাখরাহাটের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী যথাক্রমে কাজল দত্ত ও অশোক দাস, দেশবন্ধু পল্লী সেবা সংঘ সন্তোষ কুমারী শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ পাল ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শান্তি বিশ্বাস ও দিবাকর ভঞ্জ সহ আরও নানা স্তরের গুণীজন। এই শিবিরকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্য সংঘের সম্পাদক অনিল নস্কর সবাইকে অভিনন্দন জানান। সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীগণকে সবদিক দিয়ে সহযোগিতার জন্য হার্দিক অভিনন্দন জানান শিবিরের যুগ্ম সম্পাদক অনুষ্ঠানে শিবিরের সেরা শিক্ষার্থী যথাক্রমে অর্পণ দাস (গরিফা স্বামীজী সংঘ), রূপকথা প্রামানিক (বুড়ুল উদয়ন সংঘ), শিবিরের সেরা কর্মী মন্টু দাস ও শীতল প্রামানিক, সেরা কোম্পানি কমান্ডার পৌলমী দাস (বুড়ুল উদয়ন সংঘ), সেরা টু-আই সি –প্রার্থনা মণ্ডল (বুড়ুল হাই স্কুল) সেরা নিরাপত্তা কর্মী সঞ্চিতা সামন্ত (কাঙ্করাই ক্যারাটে সোসাইটি, উদয়নারায়ণ পুর, হাওড়া), মজলিসে সেরা পরিবেশক যথাক্রমে সঙ্গীতে– দেবায়ন প্রামাণিক (দেশবন্ধু পল্লী সেবা সংঘ সন্তোষ কুমারী শিক্ষা নিকেতন) ও নৃত্যে–প্রিয়া মণ্ডল (কালীপুর হাইস্কুল) বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়াও শিবিরের সকল শিক্ষার্থীকে শংসাপত্র ও মেডেল, সকল প্রশিক্ষকগণকে এবং মহিলা কর্মীদেরও বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মহানগরে

আলোচনা সভা : ওম্যান সাপোর্টিং ওম্যান

সোমনাথ পাল, কলকাতা : মহিলাদের অগ্রগতি ছাড়া কোনোও দেশ – জাতি তথা সমাজের উন্নতি কল্পনা করা যায় না। আগে মনে করা হত মহিলাদের শক্তি ও দক্ষতা শুধু গৃহস্থলীর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ মহিলারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। তাঁরা এখন নিজেদের ভাগ্যের রচয়িতা নিজেরাই। আর এই নারী ঘর এবং বাইর সামলে চলেন সমান দক্ষতায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পুরুষের চেয়েও বেশি দক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হন। রান্নাঘরে হাতা–খুন্তি হাতে বলুন কিংবা কম্পিউটারের কী–বোর্ডেই বলুন, নারী নিজেকে প্রমাণ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প– সবক্ষেত্রে নারী এগিয়ে যাচ্ছেন। একইসঙ্গে সংসার এবং অফিস সামলে চলা কখনোই সহজ বিষয় নয়। আজ মহিলারা দেখিয়েছেন জীবন ও কর্মজীবন একসাথে তালে তাল মিলিয়ে তাঁরা চলতে পারেন। এক কথায় নারীরা আজ পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছেন। আর এই বিষয় নিয়ে কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক বিশেষ আলোচনা সভা ওম্যান সাপোর্টিং ওম্যান। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়, বর্ষীয়ান অভিনেতা বরুণ চন্দ, শিক্ষাবিদ ডাঃ কাবেরী চ্যাটার্জি, আই.সি.সি.আর এর প্রাক্তন অধিকর্তা গৌতম দে, এবং লেখিকা সোমা বোস। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে লেখিকা সোমা বোস তাঁর লেখা 'ফ্রেনি অ্যান্ড দ্য আদার উইমেন ইউ হ্যাভ মেট' বইটিও প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি জানান অনেক সময় আমরা দেখি যে সব মহিলারা উপার্জন করেন তাদের সাথে যারা উপার্জন করেন না সেই সব মহিলাদের মধ্যে বৈষম্য করা হয় এবং যারা কাজ করছে না তাদের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। তাই, আমি সত্যিই সেই সব মহিলাদের উপর ফোকাস করতে চেয়েছিলাম যারা বাড়িতে তাদের পরিবারের দেখাশোনা করে তারা একটি অসাধারণ কাজ করছে এবং এই বইটি তাদের জন্য।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও বায়োমেট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ডের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা সম্ভব কী? এবার এ প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা পৌরসংস্থা বেহালা পূর্বের ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নবাগত পৌর প্রতিনিধি কাকলি বাগ বলেন, এটা চালু হলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে থাকা কলকাতা শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে সকলকর্মীরা সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে নাগরিকদের পরিষেবা দিতে পারবেন। এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেন্দ্রীয় পৌর ভবনে সামগ্রিক রূপে ইতিমধ্যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে ধাপে ধাপে কলকাতার সমস্ত বরো অফিসে এবং তারপর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু হবে। কলকাতা পৌরসংস্থায় যারা আউটডোর ওয়ার্কার রয়েছে, যারা অ্যাসেসমেন্ট বা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে যান তাদের ক্ষেত্রেও বায়োমেট্রিকের মধ্যেই অ্যাপসের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত চালু হয়েছে। সমস্ত কিছু দেখে নেওয়া হচ্ছে। সফল হলে আগামী ছ' মাসের মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার অফিসেই চালু হবে।

পুলিশী নির্ভশীলতা নয়, পুলিশকে পৌরসংস্থা হেলপিং হ্যান্ড হিসাবে চায় : মহানাগরিক

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতাবাসী সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থা বড়ো বেশি 'পুলিশ নির্ভর' হয়ে পড়েছে। ছোটো থেকে বড়ো নতুন বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে কারণে অকারণে কলকাতা

পুলিশ নানা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, শহরের হকারদের বিষয়েও কলকাতা পুলিশের ভূমিকা অনেকটাই অযাচিতভাবে ঘটছে। এখন আবার দেখতে পাচ্ছি যে, কার পার্কিং–এর বিষয়ে কলকাতা পুলিশ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছে যে, কোনও অভিযোগ থাকলে কলকাতা পুলিশকে জানাতে। কলকাতা পৌরসংস্থা সম্পর্কে এমন নানান মন্তব্য পৌর অধিবেশনেই পেশ করেছেন কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। তাঁর উপর্যুপরি প্রশ্ন, যেখানে কলকাতা পৌরসংস্থা বৈধ পার্কিং – এর বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেখানে পার্কিং সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে সাধারণ মানুষ কেন কলকাতা পুলিশকে জানাবে? এতোটা পুলিশী নির্ভরশীলতা কী কলকাতা পৌরসংস্থার গরিমাকে আঘাত করছে না?

বিশ্বরূপ দে'র এপ্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী যদি কোনও নয়া বাড়ি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের কোনও ভূমিকা থাকে না। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদিত নকশা লঙ্ঘন করে, যদি অবৈধ কোনও বাড়ি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থাই কলকাতা পুলিশকে দায়িত্ব দেয়, সেই নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। তার কারণ, যেমন মানুষ ট্যাক্সের টাকা কলকাতা পৌরসংস্থাকে দিচ্ছে সেরকম মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কিন্তু পুলিশ চলছে।

হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে কলকাতা পৌরসংস্থা একটা আলাদা সেলফ্ গভর্নমেন্ট। কিন্তু গভর্নমেন্টের অংশই হচ্ছে পুলিশ। সুতরাং ল' অ্যান্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে যদি কলকাতা পৌরসংস্থার অফিসার যায়, সেখানে তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার তো নিজস্ব পুলিশবাহিনী নেই। সেইজন্যই আমাদের কলকাতা পুলিশের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আর হকারদের ক্ষেত্রেও 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি' হচ্ছে সর্বেসর্বা। সেখানে যা সিদ্ধান্ত হয়, সঠিক ভাবে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কী না তা দেখার ও পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব থাকে কলকাতা পুলিশের। কারণ পুলিশ মনিটরিং করে। কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে তো সেই ক্ষমতা নেই। আবার সেই কর্মচারীও নেই, যে সেটাকে মনিটর করবে। আমাদের নিজেদের যে সিদ্ধান্ত হয়, সেটা পুলিশকে লিখিতভাবে জানাই। পুলিশ যাতে সেই মতো কাজটা করতে পারে। পুলিশ আলাদা করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে যদি চুরি হয়, ডাকাতি হয়। পৌরসংস্থা তখন কী করবে? তখন তো কলকাতা পুলিশের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং নীতির ক্ষেত্রে পৌরসংস্থা অধিকৃত যে পার্কিং নীতি আছে, সেটা আমাদের পৌরসংস্থার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং আপনারা পৌর অধিবেশনে অনুমোদন করেন। পরবর্তীকালে পার্কিং বিষয়ে পৌরসংস্থার প্রয়োজনীয় কাজে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়। তার কারণ কোথাও অবৈধ পার্কিং হলে, কোথাও গাড়ি আটকে থাকলে, বিক্ষোভ হলে কে কলকাতা পৌরসংস্থার অফিসারদের বাঁচাবে? কলকাতা পুলিশই তো বাঁচাবে। পুলিশ এভাবে পৌরসংস্থাকে সাহায্য করে।

বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও ৪০১ নোটিশ দেওয়া হল। এই নোটিশ পুলিশও দিয়েছে। সুতরাং এটা একটা যৌথ কাজ। যেটা পৌরসংস্থা করছে। আমরা পুলিশের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেখানে ল' অ্যান্ড অর্ডারের অসুবিধা হয় সেখানে আমরা পুলিশের সাহায্য নিই। পুলিশী নির্ভরশীলতার যে বিষয় বলা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। পুলিশকে পৌরসংস্থা হেলপিং হ্যান্ড হিসাবে সবসময় চায়। পুলিশ বন্ধু হিসাবে পৌরসংস্থাকে প্রোটেক্ট করে।

এদিকে অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বরূপ দে বলেন, অথরিটি কখনও পুলিশের হাতে চলে যেতে পারে না। কলকাতা পৌরসংস্থা মনে করলে পুলিশকে ডাকতেই পারে। কিন্তু পুলিশ নিজে থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার ব্যাপারে 'নাক' গলাবে – আমার প্রশ্নের এটাই দিক ছিল।

যেমন হকারদের ক্ষেত্রে যে নিয়মটা আছে, সেটা হল, একটায় ১৫ ফুট আরেকটায় ২৪ ফুট। এটা কী কলকাতার সব জায়গায় মানা হচ্ছে? আমার এটা জানার বিষয় ছিল। এই নিয়মটা তো কলকাতার একাধিক জায়গায় মানা হচ্ছে না। আর এটা হচ্ছে না বলেই কলকাতা শহরের নাগরিকদের ভোগান্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। হকাররা তারা কলকাতার বাইরে থেকে এসে, হকারি করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কলকাতাবাসী এখানে স্থায়ী বাসিন্দা তাদের কষ্ট অনেক বেশি। আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধটা ইগনোর করা হচ্ছে।

পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কলকাতা পৌরসংস্থা করবে। পুলিশ প্রত্যেকটা বিষয় নিজে থেকে নাক বাড়িয়ে দেবে, প্রতিটি বিষয় ঢুকে পড়বে সেটা ঠিক নয়। তবে কলকাতার মহানাগরিক হচ্ছেন ১৪৪টি ওয়ার্ডের সর্বময় কর্তা। তারপক্ষে অনেক সময় বিভিন্ন জায়গা দেখা সম্ভব হয় না। ফলে তিনি তার আসন থেকে যেটা বলেছেন সেটাকেই আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু একেবারে নিচু তলায় প্রকৃতপক্ষে কী হচ্ছে, সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি।

সাংবাদিকদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, পুলিশি নিয়ন্ত্রণ অত্যাচার, অত্যাধিক পদক্ষেপ নিয়ে কোনও প্রশ্ন এসেছে। উত্তরে বিশ্বরূপ দে বলেন, সব সময়েই আসে, এটা আর নতুন কথা কী?

লেন্স বার্তা

ইচ্ছাশক্তি : পেটে ব্যথা ও বমি উপসর্গ নিয়ে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বেডে বসে মাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা দিল পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী উত্তরাডোম।

অপবিত্র : আদালতের নির্দেশে আদিগঙ্গাকে কলুষমুক্ত করতে শুরু হয়েছে কলকাতা পুরসভার অভিযান। তবে কিছুটা এগিয়ে থেমে রয়েছে কাজ। এখনো অনেকটা অংশই জঞ্জালমুক্ত হয়নি। **ছবি :** অরুণ লোধ

কচি কাঁচা : বারিক পাড়া বন্ধুদলের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামে আবোল তাবোল প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : সাম্প্রতিক সময়ে একপক্ষ কাল সময় ধরে কলকাতার নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামে আবোল তাবোল সৃষ্টির শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এই প্রদর্শনীর সমগ্র সংগ্রহ ছিল সুচিচিত্র উপাদানের। সুকুমার রায়ের সৃষ্টি আবোল তাবোল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। ছোটদের শুধু নয় বড়দের জন্যও একটি অনবদ্য সৃষ্টি এই আবোল তাবোল। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করেছেন সম্মানের সঙ্গে। শহরের বরিষ্ঠ বিশিষ্ট সংগ্রাহক পরিমল রায় দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রহ করেছেন আবোল তাবোলের ওপর সুচিচিত্র। এই চমকপ্রদ গ্রন্থের সকল ছড়া–কবিতা ও ছবি গুলিকে সুচ সুতোয় সেলাই করে কোন এক অজানা শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছিলেন অতি যত্ন সহকারে। সেসব কাজকে সংগ্রহ করে পরম যত্নে সংরক্ষণ করে চলেছেন বহু বছর ধরে। শ্রদ্ধেয় পরিমল রায়ের একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী সংগ্রাহক

জয়ন্ত ঘোষের বিশেষ সক্রিয়তায় এই কর্মকাণ্ডটি বাস্তবায়িত হয়। সমগ্র প্রদর্শনীটি তার নেতৃত্বে সফলতা লাভ করেছে। গত ২০ জানুয়ারি বিকালে সংগ্রহশালার প্রদর্শনী কক্ষে সন্দীপ রায়, শিব শঙ্কর মুখার্জি, পরিমল রায়, সুদীপ শ্রীমল, জয়ন্ত ঘোষের উপস্থিতিতে এই প্রদর্শনীর সূচনা হয়। প্রদর্শনীর শেষ দিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র। আবোল তাবোলের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি কথা চমৎকারভাবে তুলে ধরেন সকল দর্শকের মাঝে। প্রদর্শনী চলাকালীন দিন গুলিতে বিকালে বাচ্চাদেরকে নিয়ে নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা প্রভৃতির এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুচ সুতোর কাজে ফুটে ওঠা আবোল তাবোলকে দেখে শহরবাসী শুধু চমৎকৃত হয়নি, বারবার বিস্ময়ে অবাকই হয়েছে। কোন সৃষ্টির কাজকে সম্মান জানিয়ে একপক্ষ কাল সময় ধরে তার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালনের এমন নজির অবশ্যই অনন্যতার দাবি রাখে।

হিন্দ সংঘের পরিচালনায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ হিন্দ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে সার্ভ স্মাইল ফাউন্ডেশন এবং হিন্দ সংঘের পরিচালনায় এক অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এলাকার প্রায় শতাধিক কচিকাঁচারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসেবে ছিলেন চিত্রশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। এদিনই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

হাউড়ি দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ জানুয়ারি বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় নোদাখালি হাউড়ি দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি উদ্বোধন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। নানা বিষয়ের উপর তারা তাদের প্রদর্শনীর উপর এক প্রতিযোগিতা হয়। বিকাল ৩টার সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল নবনির্মিত বিজ্ঞান গবেষণা কক্ষের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন। তিনটি গবেষণা কক্ষ নির্মিত হয়েছে– পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিষয়ক সাংস্কৃতিক মঞ্চে এক ঝাঁক অতিথি অভ্যাগতদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন নস্কর। ভূ–বিজ্ঞানী জ্ঞানরঞ্জন কয়াল, শিশু চিকিৎসক ডাঃ নীহার রঞ্জন কয়াল, রায়পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুজিবর রহমান কয়াল, সুকান্ত নিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ নন্দ, ডায়মন্ড হারবার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ভোলানাথ পাত্র, আলিপুর সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অমিত দাস, ডায়মন্ড হারবার বিদ্যালয় পরিদর্শক গোপালচন্দ্র বালা, বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে। উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রত্যেক অতিথিদের ব্যাজ, উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, ম্যাজিক শো এবং নাটক পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপান্বিতা সরকার অল্প দিন হল এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ভারত গ্রহণ করেছেন। তারই মধ্যে বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণিতে উন্নীত করা এবং সত্বর বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা তাঁর অনন্য কর্মতৎপরতার নিদর্শন। এলাকাবাসী থেকে অভিভাবকবৃন্দ সকলেই এহেন কাজে পরিতৃপ্ত।

ভাইদের সমান অংশ পাওয়া এক বিদ্যালয়

নির্মল গোস্বামী

এক মধ্য পৌষের শীতের সকালে বের হয়েছি গাড়ি নিয়ে। গন্তব্য এক অজানা স্কুল। সেখানে 'বঙ্গীয় শিশু বিকাশ কেন্দ্রে'র ক্যাম্প বসেছে। সঙ্গে দুই বন্ধু আর সময়। সকাল ৮টায় গাড়ি ছাড়া হল। আমতলা থেকে বুম্বা উঠল। শিরোকোল থেকে বাম দিকের রাস্তা ধরে উস্তি। উস্তি থেকে বাইপাস ফরে হটুগঞ্জ। হটুগঞ্জ থেকে সোজা কাকদ্বীপ রোড ধরে গাড়ি চলল। একটি দুটি পাড়া ছাড়িয়ে ডানদিকে এক বড় মন্দির চোখে পড়ল। তারপর গ্রাম পেরিয়ে কুলপি কাকদ্বীপ রেল লাইন টপকে গাড়ি চলল। সুদূর রাস্তার দুপাশে বিস্তির্ণ চাষের জমি। এখন ফসল উঠে গিয়েছে তাই মাঠ ফাঁকা। রাস্তার একদিকে বিশাল খাল। কোথাও কাদাজলে জেলেরা মাছ ধরছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হল এই খাল কোন নদীর সঙ্গে মিশেছে? সে বলল এটা কোন নদীতে মেশেনি। মনে হল ও ঠিক জানে না। ফাঁকা পিচের রাস্তা, দুপাশে সোনাঝুরি আর ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। তবে রাস্তায় বড্ড বেশি বাঁক। কাকদ্বীপ রোড থেকে প্রায় ৬ কিমি রাস্তা পার করে এসে গন্তব্যে পৌঁছান গেল। চারিদিকে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ। তারই মাঝে বিশাল এলাকা জুড়ে বিরাজ করছে কেওড়াতলা এস কে উচ্চ বিদ্যালয়। চারিদিকে বিল্ডিং। মাঝখানে মাঠ। দেখা গেল ছেলেরা ঘাস পরিষ্কার করছে। স্কুলের পিছন দিকে একটা মন্দির আর গ্রাম চোখে পড়ল। স্কুল চত্বরে অফিস ঘরের আগে একটি বেদীতে চোখ আটকে গেল। উপরে বেদিতে একজনের আবক্ষ মূর্তি এবং তার নিচে প্রায় একই রকম দেখতে পর পর পাঁচটি আবক্ষ মূর্তি।

উপরের মূর্তিটি হল স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র কামারের এবং নীচের পাঁচটি মূর্তি হল যথাক্রমে স্বর্গীয় ভক্তিপদ কামার, স্বর্গীয় শশাঙ্ক শেখর কামার, স্বর্গীয় জীবনকৃষ্ণ কামার, স্বর্গীয় নিশিকান্ত কামার এবং স্বর্গীয় ভূপাল কামার। এঁরাই স্কুলের ভূমিদাতা। তখন দু বছর হল সবে ভারতছাড় আন্দোলন শেষ হয়েছে। অন্তরীণ সুভাষ ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে

জার্মানীতে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে ৫৬ দিন সমুদ্রের নীচে দিয়ে সামমেরিনে করে জাপানে এসে আজাদহিন্দ বাহিনীর দায়িত্বভার নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সারা ভারত যখন স্বদেশ ব্রতে ব্রতী হয়েছে, ঠিক তখন দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি ব্লকের অধীনস্ত 'কেওড়াতলা' গ্রামে এক ছোটখাটো জমিদার পরিবারের পাঁচ ভাই দেশ সেবার মন্ত্রে উজ্জিবিত হলেন। বোমা বন্দুক নিয়ে দেশের জন্য লড়াই নয়। অনশন বা আইন অন্যান্যও নয়। তারা তাদের এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে অজ্ঞানতার পরাধীনতা থেকে ভাবিকালের মানুষদের মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন। পৈতৃক সম্পত্তিকে ছয়ভাগে ভাগ করলেন। পাঁচ ভাইয়ের পাঁচ ভাগ আর একভাগ রইল গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৪৪ সালে এই কামার ভাইদের জমি ও আর্থিক অনুদানে গড়ে উঠল বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের নামে ৩৭৫ বিঘা জমি দান করল কামার পরিবার। আর স্বর্গীয় পিতা শরৎচন্দ্র কামারের নামে নামকরণ হল বিদ্যালয়ের। কেওড়াতলা এস কে উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৫১সালে এই বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

কথা হচ্ছিল বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক পীযুষ মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি জানালেন বিদ্যালয়ের ৩৭৫ বিঘা জমি বর্তমানে নেই। সব বর্গা রেকর্ড করে নিয়ে নিয়েছে। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অভাবে সে সব হাত ছাড়া হয়ে গেছে। বর্তমানে স্কুল ক্যাম্পাস পুকুর এবং পাশের মাঠ নিয়ে ৫০ বিঘার মতো জমি স্কুলের দখলে আছে। বর্তমানে স্কুলে ১২০০ ছাত্র। শিক্ষক মাত্র ১২ জন এবং প্যারাটিচার ৩ জন। এই নিয়ে কোনও রকমে স্কুল চালাতে হচ্ছে। স্কুলের রেজাল্ট খুব ভাল। চার–পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে এই বিদ্যালয়ে। এই অল্প সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে স্কুলের সুনাম বজায় রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ প্রধান শিক্ষকের কাছে। স্কুলের এক প্রাক্তন শিক্ষা সুরাজ রায়চৌধুরী এবং বিদ্যালয়কর্মী রেণুকা রায়ের গচ্ছিত অর্থ থেকে প্রতিবারে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ৭৫ বর্ষ পূর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু নানান কারণে অনুষ্ঠান হয়নি। খুব শীঘ্রই ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব করা হবে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক।

সাঙ্গলিকী

খেমপুরের সরস্বতী পুজো এক সার্বজীনন উৎসব

অসীমকুমার মিত্র, হাওড়া

বাংলায় বহু দেব-দেবীর মন্দির থাকলেও সরস্বতীর মন্দির কিন্তু খুবই বিরল। হাওড়া জেলায় দুটি সরস্বতীর মন্দির রয়েছে। প্রথমটি হাওড়া শহরে পঞ্চাননতলায়। যার বয়স ১০০ বছরেরও অধিক। দ্বিতীয়টি উদয়নারায়ণপুর থানার হরালী উদয়নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত খেমপুর গ্রামে। ২০১৬ সালে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটিই হাওড়া গ্রামীণ এলাকার প্রথম সরস্বতী মন্দির।

খেমপুরের উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়া খুবই পিছিয়ে পড়া জনপদ। এই দুই জনপদের মাঝে বেশ কিছুটা চাষের জমি রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকঘর জানা পরিবারের বাস। জানা পরিবারের এক প্রবীণ ব্যবসায়ী সদস্য সন্তোষ কুমার জানা থাকেন হাওড়ার সালকিয়া অঞ্চলে। ২০১৫ সাল নাগাদ সন্তোষবাবু হঠাৎই একদিন স্বপ্নাদিষ্টা হয়ে দেবী সরস্বতীর দর্শন পান। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি হাওড়া থেকে সোজা চলে আসেন তার পৈতৃক বাড়ি খেমপুরে। সেদিন তিনি তাঁর পরিবার এবং গ্রামের অন্য সদস্যদের তাঁর স্বপ্ন দেখার বিষয়টি জানান। এবং সেই সঙ্গে সরস্বতী মায়ের স্থায়ী মন্দির নির্মাণের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। পরিবার ও গ্রামের অন্য সকলের সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে পরদিন থেকেই জানা পরিবারের জমিতে শুরু হয়ে যায় সরস্বতী মন্দির নির্মাণের কাজ। সন্তোষবাবুর কথায় জানা গেল, প্রায় ৪০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরের উচ্চতা ৪০ ফুট। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে শ্বেতপাথরের ৪ ফুট উচ্চতার দ্বিভূজা সরস্বতী মূর্তি। এই মূর্তি আনা হয়েছিল রাজস্থানের জয়পুর থেকে। মন্দিরের সামনে আছে ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলো করার জন্য বেশকিছুটা ফাঁকা জমি। মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় ২০১৬ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন (শনিবার) বেলুড় মঠের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান স্বামী অরুণাত্মানন্দজী মহারাজের হাত ধরে। সেবছর সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি হয় এই প্রত্যন্ত গ্রাম খেমপুরে। বাণীবন্দনার প্রস্তুতি তারা নিয়েছিল অনেক আগে থেকেই।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। পুজোর দিন সকালে তাই অসংখ্য কচি-কাঁচা ছাত্রছাত্রীদের এই মন্দিরে বাগ দেবীর সামনে দেওয়া হয় হাতে খড়ি। হাতে খড়ি উৎসবের আগে গ্রামের মেয়েরা ঘট মাথায় নিয়ে প্রভাতফেরিতে যোগ দেন। এই পুজোতে গ্রামের মেয়েরা হয়ে ওঠে যেন বড়ই রঙিন। পুজোর প্রথমদিন তাদের পরনে থাকে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি। আর দ্বিতীয় দিনে পরনে থাকে লালপেড়ে সাদা শাড়ি। গলায় উত্তরীয় এবং মাথায় চুলের খোঁপায় থাকে ফুল। গ্রামের প্রতিষ্ঠিত পুকুর থেকেই ২০-২৫ জন মহিলা ঘটে জল ভরে সেটি মাথায় করে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। তারপর সেই ঘটের জল ঢালা হয় মন্দিরের ভিতরে নির্দিষ্ট বেদিতে। জল ঢালার পর্ব সমাপ্ত হলে মন্দিরের সামনে শুরু হয় পতাকা উত্তোলন পর্ব। তোলা হয় জাতীয় পতাকা এবং মন্দিরের নিজস্ব পতাকা। হাতেখড়ি উৎসবে যোগদান করা কচি-কাঁচাদের হাতে মন্দির কমিটিরপক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় স্লেট, পেনসিল, বই, খাতা ও স্কুলব্যাগ। যা পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয় ওইসব খুদে পড়ুয়ারা।

বাগদেবীর আরাধনার পাশাপাশি এই মন্দির কমিটির আরও একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হল শরীরচর্চার অংশ হিসাবে অবৈতনিক ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। ২০১৭ সালে যার সূচনা করেন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা। ওই বছর কোচিং সেন্টারের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় একটি করে ব্যাট ও বল। এখন তো অবৈতনিক ফুটবল কোচিং সেন্টারও চালু হয়েছে। এখানে বাগ দেবীর আরাধনার পাশাপাশি দু'দিন ধরে চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উদয়নারায়ণপুরের বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য মানুষ যোগ দেন। পুজো শেষে উদয়নারায়ণপুর ব্লকের প্রায় ১০-১৫ টি স্কুলের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক উপহার, বই। এমনকি সম্মান জানানো হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। পুজোর পরদিন বিকালের দিকে থাকে নৃত্য, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা। গ্রামের মা ও বোনেদের জন্য থাকে শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ জ্বালানো প্রতিযোগিতা। পুজোর অন্তিমে বিদ্যার দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় ছোলার ডাল, লুচি, তরকারি, ফল ও মিষ্টি। এই প্রসাদ গ্রহন করেন ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য গ্রামবাসী মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার মানুষ।

জানা পরিবারের আর এক সদস্য সৌরভ বাবুর কথায় জানা গেল, সরস্বতীর এই মন্দির খোলা থাকে প্রত্যহ সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ২ টো এবং বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। মন্দিরে প্রতিদিনই পুজো হয়। মন্দিরের পুরোহিত কেনারাম চক্রবর্তী জানালেন, শুধুমাত্র সরস্বতীর পুজোর দিন ষোড়শোপচারে পুজো হয়, বছরের বাকি দিনগুলোয় পুজো পঞ্চোপচারে। এলাকাবাসীদের মতে, খেমপুরে এই সরস্বতী মন্দিরে বাণীবন্দনার আড়ম্বর এলাকায় দুর্গাপুজোর আড়ম্বরকে ম্লান করে। গ্রামীণ হাওড়ার একমাত্র সরস্বতীর স্থায়ী মন্দিরে আসতে হলে, হাওড়া থেকে রামপুরের বাসে রামপুর স্টপেজে নেমে অটোতে করে মন্দিরে আসা যায়। এছাড়া হাওড়া-উদয়নারায়ণপুর বাসে উদয়নারায়ণপুর স্টপেজে নেমে অটোতে করে মন্দিরে আসা যায়।

সাংস্কৃতিক উৎসব ও গুণিজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মণ্ড হারবার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি চারদিন ধরে ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালন করা হয়। পরদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচিত হয়। ২৫ জানুয়ারি কবি মধুসূদন দত্তের দ্বিশত জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অধ্যাপক ডঃ বলাই চাঁদ হালদার। এদিন জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকরা মিলিত হন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য এবং মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন ডঃ বলাই চাঁদ হালদার। মানস চক্রবর্তী, ভীম ঘোষ, দেবিকা সামন্ত, রতন নস্কর, রমাপ্রসাদ মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, রিয়াদ হায়দার প্রমুখ কবিতা ও ছড়া পাঠ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ছড়াকার শিশির পাইক।

২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও জাতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। বিকালে গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন বিষয়ে কৃতী ব্যক্তি ও সংস্থাকে ১৯৭৬ সাল থেকে সংস্কৃতি পরিষদ ধারাবাহিক ভাবে সংবর্ধনা জানিয়ে আসছে। এবার সাধারণতন্ত্র দিবসে জেলার ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি গ্রামীণ সংস্থাকে সম্মানিত করা হয়। কুলপি থানার ভগবানপুর গ্রামে ১০৬ বছর বয়স্ক মহারাজ হালদারকে সমাজসচেতনতা মূলক কাজের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গাধর হালদার নামাঙ্কিত পদক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ মহেশতলার ডঃ মনোজিৎ অধিকারীকে দেওয়া হয় পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ তত্বনিধি পদক। আত্মনির্ভরতা, শিক্ষানুরাগ ও জীবন সংগ্রামে সফল উত্তরণের জন্য ফলতা থানার গড়খালি গ্রামের শিবরাম মণ্ডলকে অনুরূপা দেবী পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া বাংলানগর নুঙ্গী এলাকার সাহিত্য সেবী ব্রজেন্দ্র নাথ ধরকে নরেন্দ্র নাথ পুরকাইত পদক, যন্ত্রবাদ্য শিল্পী হিসাবে রামনগর থানার খোর্দ গ্রাম নিবাসী শশাঙ্ক ভাণ্ডারীকে প্রিয়নাথ যতি পদক, চিকিৎসা ক্ষেত্রে রায়দিঘি থানার কাশীনগরের বাসিন্দা ডাঃ নিত্যগোপাল বসু, ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক হিসেবে ডায়মণ্ড হারবার থানার নিউ মাধবপুর নিবাসী পার্থ প্রতিম খামারুকে জগদীশ-যমুনা হালদার পদক এবং সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নে জয়নগর থানার নিমপীঠের লোকমাতা রাণী রাসমনি মিশনকে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শহিদ আশুতোষ দলুই নামাঙ্কিত পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডায়মণ্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগব্রতানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রদ্যোৎ কুমার মণ্ডল, পৌরোহিত্য করেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বেসিক ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ গায়ত্রী যতি। পরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা কামদেব শাসমল সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। স্বাগত ভাষণে সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সদস্য ও সাংস্কৃতিক কর্মী সুব্রত মণ্ডল।

মাইকেল মধুসূদন স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া : মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে। গত ২৫ জানুয়ারি কাটোয়া শহরের একটি ভবনে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত গল্পকার সুকুমার রুজ, কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রাবন্ধিক দিলীপ মুখোপাধ্যায়কে মধুসূদন স্মারক সম্মান দেওয়া হয়। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনিল ঠাকুর এবং জহর প্রধান জানান, 'এদিনের সভায় ৬০ জন কবি সাহিত্যিক ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে কবি সাহিত্যিকরা মনোগ্রাহী আলোচনার মধ্য দিয়ে

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিচারণ করেন।' উল্লেখ্য, অবিভক্ত বঙ্গদেশের যশোরে কপোতাক্ষ নদী তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মায়ের নাম জাহ্নবী দেবী। কবির রচিত মেঘনাদ বধ মহাকাব্য আজও পাঠক মহলকে বিস্মিত করে চলেছে।

শিক্ষক সম্বর্ধনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে সম্প্রতি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক তথা কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টরা।

আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলায় জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হল ১৫তম আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর কাটোয়ার অদূরে খাজুরডিহিতে অবস্থিত সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার (আনন্দ নিকেতন) প্রতিষ্ঠান আয়োজিত এই মেলা শুরু হয়েছিল ৩১ জানুয়ারি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজন সহ অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে ৬দিন ব্যাপী এই মেলা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। মেলা উপলক্ষ্যে ছিল যাত্রাপালা, আলোচনা সভা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক একাধিক স্টলের পাশাপাশি মনোরঞ্জন এবং বিকিকিনির ঢালাও আয়োজন ছিল। কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা দেশের অন্যতম কৃতী সন্তান ডাঃ হরমোহন সিংহ সেবামূলক সংস্থা আনন্দ নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। একসময় এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে সক্ষম আবাসিকদের সমাজের মূল স্রোতে মেলানোর

জন্যই ডাঃ সিংহ আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলার সূচনা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শুভাশিস সিংহ বলেন, প্রতিবছর আশপাশের এলাকার অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলা কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়ে ওঠে। এবারও যার অন্যথা হয়নি।

হরিদার ভ্যালেন্টাইন

সুকুমার মণ্ডল

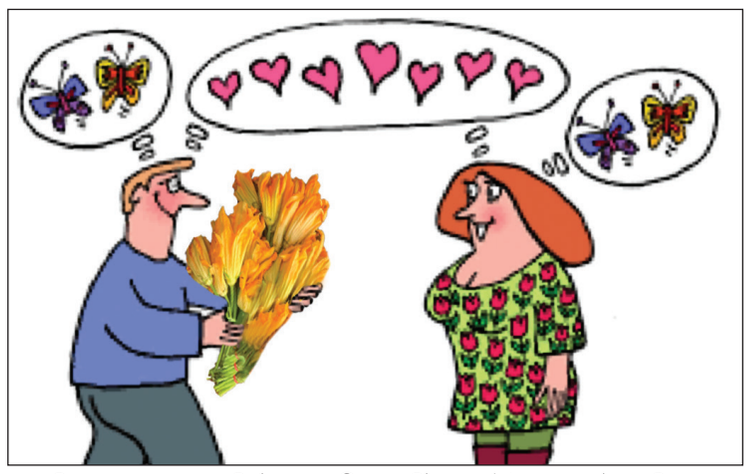

পঞ্চাশের পরে ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের মনে নতুন করে কোনও উন্মাদনা সঞ্চারিত হয় বলে তো শুনিনি। উল্টে স্মৃতি রোমন্থনের চেষ্টা করেন অনেকে। সদ্য যৌবনে পৌঁছানোর দিনগুলিতে তাঁরা কেমন করে প্রেমে পড়েছিলেন, প্রেমের জন্য হাঁকুপাঁকু করেও প্রেমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিংবা বেজায় ল্যাং খেয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন এমন সব কীর্তি কাহিনী কানে ভেসে আসে। আসলে গত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েরা প্রেমে পড়ার জন্য অনেক কসরত করত। তখন হাতে হাতে মোবাইল আসেনি, শপিং মল আসেনি, ঘরে ঘরে মোটরবাইক/স্কুটার ও ঢোকেনি। তখন নুন শো ছিল, বিনা-টিকিটের ভিক্টেরিয়া ছিল, আর্চিস গ্রীটিংস্ কার্ড ছিল, গার্লস কলেজ বা স্কুলের দুরন্ত হাতছানি ছিল।

তবে ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে যতই পশ্চিমের গুণগান করুন বা জয়ধ্বনি দিন না কেন, খাঁটি ভারতীয় কায়দায় প্রেম-দিবসের ইতিহাসও কিন্তু কম পুরানো নয়কো। সেটা হল আমাদের সরস্বতী পুজো। বছরে ওই একটি দিনই বাড়ীর বড়দের কঠিন শাসন কেমন যেন ঢিলে হয়ে যেত। উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা নিষিদ্ধ জিনিষের স্বাদ নেওয়ার মতো নিজের পছন্দের নায়িকা বা নায়কের সঙ্গে প্রথম কথা-বলার দুঃসাহসিক কাজটি ঘটিয়ে ফেলত। দুপুরে শো দেখতে সিনেমা হল, দত্ত কেবিনে মোগলাই পরটা এসব পর্যন্তও এগোতো কেউ কেউ। অবিশ্যি সব আলাপ-ই যে প্রেম পর্যন্ত গড়াতো এমন তো নয় তবু প্রেম প্রেম শিহরণে ভেসে যেত সে দিনের তরুণ-তরুণীরা। বন্ধুদের মধ্যে যাদের অতটা সাহসে কুলোতো না তারা নিঃস্বার্থভাবে (!) বন্ধু বান্ধবীদের সাহায্য করতো। যাই বলুন, সেই সময়ের প্রেম-শিহরণের সোয়াদ আজকের প্রজন্ম আর পায় না। কারণ এখনকার ছেলেমেয়েরা রোজই প্রেমে পড়ছে নয়তো রোজই প্রেমের সম্পর্কে দাঁড়ি টানছে। হয়তো একসঙ্গে ক্লাসে ওঠাবসা, আড্ডার ফলে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি কৌতূহলের দফারফা। হায়! আজকাল সরস্বতী পূজোর দিনটির জন্য কেউ আর মুখিয়ে থাকে না কেননা এখন বারো মাসই ভ্যালেন্টাইন দিবস।

তবে আজকাল যেটা চলে তা হল মোবাইলে মেসেজ আর ছবির বন্যা বইয়ে দেওয়া। গোলাপের চাহিদা অবশ্য আজও আছে তবে আর্চিস্ গ্যালারীগুলো ভ্যানিশ হয়ে গেছে বিলকুল। এখন গয়নার নির্মাতারা সাহসী বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাকে দুঃসাহসী হওয়ার জন্য উস্কানি দেয়, ভোজনালয়গুলি জিভে-জল-আনা খাদ্য সম্ভারের পশরার কথা জাহির করে, নামী দামী পানশালারাও পিছিয়ে থাকে না,প্রেয়সীকে বগলদাবা করে সেখানে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে যাওয়ার অমোঘ হাতছানি দেয়। কি ছেলে কি মেয়ে - এখন সব্বাই সাহসী। রাত করে বাড়ি ফিরলে মায়ের বকুনি কিংবা বাপের হাতের লাঠির ভয় নেই। তমালের মতো প্রেমিকার থাপ্পড়ও কেউ খায় না।

অবিনাশ-কে থামিয়ে পরিমল বলল, দাঁড়া দাঁড়া... তমালের গপ্পোটা খোলসা না করে বললে .. কি অপরাধে বেচারা চড় খেলো সেটা তো আগে বলবি ..

বলার আর কি আছে। সুদর্শন তমালকে দেখে যেকোনও মেয়েই ওর প্রেমে পড়ে যেত। প্রেমে পড়ার ব্যাপারে তমালেরও কোনও ছুঁতমার্গ ছিল না। একই সঙ্গে খান পাঁচেক গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে দিব্যি প্রেম-ট্রেম চালিয়ে যেত।

বাব্বাঃ তমালের এলেম ছিল বলতে হবে, আমি মন্তব্য করলাম। আমার দিকে দৃকপাত না করে অবিনাশ বলে চলল, আলবাৎ ...প্রেম করতে গেলে সাহস লাগে বুঝলি...তোর ওটা কোনদিনই হল না! ... হ্যাঁ যা বলছিলাম, সেবার নন্দন চত্বরে বেশ সুবেশা একটি তরুণীর হাতে দামী একখানা আর্চিস্ ভ্যালেন্টাইন ডে কার্ড তুলে দিল তমাল। হাসি হাসি লাজুক মুখে মেয়েটি কার্ডটি খুলে বের করে চোখ বুলিয়ে নিল। তমালের মুখেও বেশ কলার-তোলা গোছের ভাব। হঠাত তমালের গালে ঠাস্ করে পেল্লায় এক চড় কষিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলে উঠল, লুজ ক্যারাকটার কোথাকার ...কটা মেয়েকে ডুবিয়েছো শুনি! ...

ফ্যাস্ ফ্যাসে গলায় তমাল বলার চেষ্টা করেছিল, যাঃ কি যে বলো ...

তমালের মুখের ওপর সেই কার্ডখানা ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটি বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমার নাম কবে থেকে শালিনী হলো শুনি!

যাই বলিস্ .. এটা কিন্তু লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড...। পরিমল স্পষ্টতঃ তমালের পক্ষ নেয়।

এটাকে লঘু অপরাধের স্টিকার লাগাচ্ছিস্..., অবিনাশের গলায় ক্ষোভ আর উষ্মা ঝরে পড়ল।

তা নয়তো কী! প্রেম করলে কেবল একটিতেই আটকে থাকতে হবে এমন নির্দেশিকা কোনও দেশের সরকারই জারি করেনি আজও। তাছাড়া আমাদের দেশ হল কেষ্ট ঠাকুরের দেশ। প্রেমের অল-টাইম আইডল কেষ্ট ঠাকুরের কি একটিই ভ্যালেন্টাইন ছিল বলতে চাস!

সেদিনের ভ্যালেন্টাইন দিবসের সান্ধ্য আড্ডার মোড় ঘোরানোর চেষ্টায় আমি ফটাস করে হরিদাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, তোমার ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে কোনও গল্প নেই? হরিদা হেসে বলল, জীবনের সবথেকে বড় ঘটনাটাই তো আমার ভ্যালেন্টাইন দিবসেই ঘটেছিল রে। শুনবি? বলা বাহুল্য, মুড়ি-বেগুনি ও বৌদির হাতের লা-জবাব চায়ের প্রশ্রয়ে আমরা এমনিতেই বেশ চার্জড হয়ে ছিলাম। হরিদার দরাজ প্রস্তাবে সবাই উতসাহিত হয়ে বললাম, এখনই শোনাও।

হাতের মুড়িগুলো মুখে চালান করে দিয়ে হরিদা বলল, তখন আমি থার্ড ইয়ারে বুঝলি, কলকাতায় একটি মেসে থাকি। সকালের গার্লস কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়েকে পছন্দ করে ফেলেছি, কিন্তু কিছুতেই এগোতে সাহস পাচ্ছি না। বন্ধুদের বললাম আমার মনের অবস্থাটা। অনেক তর্কবিতর্কের পর ওরা বলল, সামনেই ভ্যালেন্টাইন ডে। ওটাকে কাজে লাগা। একগোছা টুকটুকে লাল গোলাপ আর একটা প্রেমপত্র দিয়ে প্রপোজ করে ফ্যাল্। তো আমি ভাবলাম, সকলে তো গোলাপ-টোলাপ দিয়ে প্রপোজ করে, আমি যদি আলাদা কিছু করি,কেমন হয়! হোস্টেলের কাছেই বাজার। ভ্যালেন্টাইন ডে'র সকালে এক বৃদ্ধা শাকসব্জী বিক্রেতার কাছ থেকে বেশ কিছু কুমড়োফুল কিনে একটি তোড়া বানালাম, আর চিঠিতে লিখলাম মাননীয়া,আপনার সমীপে সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি শ্রীমান হরেন্দ্রলাল মাসাধিকাল হইল আপনার প্রেমে পতিত হয়েছি। কিন্তু কী করিয়া আপনাকে জানাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বন্ধুগণ আমাকে গোলাপফুল প্রেরণের পরামর্শ দান করিল। উত্তম কৌশল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখলাম, এত দামী গোলাপগুলিকেও তো দিনের শেষে আবর্জনা হিসাবে ফেলিয়া দিতে হইবে। তাই একগোছা কুমড়োফুল আপনাকে উপহার দিলাম, এই ফুল কেবল দেখিতেই সুন্দর তাহাই নহে, বেসন নিমজ্জিত করিয়া ভাজিলে রসনাও তৃপ্ত হয়। আশাকরি অপরাধ লইবেন না...।

আমি ফস্ করে বললাম, সর্বনাশ ...তুমি কী গো হরিদা! গোলাপের বদলে কুমড়ো ফুল পেলে কোন মেয়ে খুশি হয় কখনো। নির্ঘাত ভেবেছিল তুমি তার সঙ্গে বাজে রসিকতা করছো। তারপর দিন থেকে হয়তো আর তোমার মুখদর্শনও করেনি নিশ্চয়ই?

হরিদা মুচকি হেসে বলল, ভুল করলি। সেদিনের মহীয়সী নারীই তোদের বউদি, একটু আগেই যার বানানো বেগুনি সহযোগে মুড়ি খেলি।

আঁতস কাঁচে

ডার্বিতে সত্যনারায়ণ

কলকাতায় ডার্বি দেখতে এসে আইএফএ অফিস পরিদর্শন করে গেলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারশনের অ্যাক্টিং সেক্রেটারি ভি সত্যনারায়ণ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার কার্যকরী সমিতির সদস্য অভিজিৎ পাল। তাঁদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। সত্য নারায়ণ পরিচিত হন আইএফএ কর্মীদের সঙ্গেও। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সারা দেশে বাংলা ফুটবলের অবদান অনস্বীকার্য। ফুটবল পরিচালনার ক্ষেত্রে নেপথ্যে কর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রশংসা করেন।

চ্যাম্পিয়ন সুরুচি

কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সের নাম ঘোষিত হল। প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হল নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ। রানার্স আপ কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়াও দুটি ক্লাব এই ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনে উন্নীত হয়েছে। এরা হল মেসার্স ক্লাব ও ক্যালকাটা পুলিশ এসি। অন্যদিকে অবনমনের আওতায় পড়ল মৌড়ি স্পোর্টিং ক্লাব ও ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ক্লাব।

মনোরঞ্জন বাদ

এখনও মেয়াদ শেষ হয়নি। তার আগেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সরিয়ে দেওয়া হল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি থেকে। আইএম বিজয়ন এই টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান। চার বছরের মেয়াদে টেকনিক্যাল কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল মনোরঞ্জনকে। কিন্তু বছর না ঘুরতেই টেকনিক্যাল কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হল মনোরঞ্জনকে। এর জন্য কোনও কারণও দেখানো হয়নি। নতুন যাঁদের টেকনিক্যাল কমিটিতে আনা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাইচুং ভুটিয়া।

হার ইস্টবেঙ্গলের

এবার বাংলায় ওপার বাংলার দুই তারকার লড়াই। দু'জনই আবার নিজের নিজের দলের নম্বর টেন। ইন্ডিয়ান ওমেন লিগে ইস্টবেঙ্গল বনাম কিকস্টার্কের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় দলের দুই মহিলা ফুটবলার সানজিদা আক্তার ও সাবিনা খাতুন। সেই লড়াইয়ে সানজিদা ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে প্রথম গোলের দেখা পেলেন ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত জয় নিয়ে হাসিমুখে মাঠ ছাড়লেন সাবিনা। ম্যাচের ফল ৩-১। এই হারে সানজিদার দল ইস্টবেঙ্গল ৮ ম্যাচে মাত্র ১টি জয় ও ১টি ড্রয়ে পাওয়া ৪ পয়েন্ট নিয়ে সাত দলের মধ্যে ৬ নম্বরে। অন্যদিকে ৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ৩য় স্থানেই থাকল কিকস্টার্ট।

প্রশ্নে আইপিএল

প্রভাব ফেলছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুনার্মেন্টও! মাধ্যমিকের পরীক্ষায় উঠে এল আইপিএল প্রসঙ্গ। এল প্রশ্নও। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যে মাধ্যমিক। প্রথমদিন বাংলা পরীক্ষায় আইপিএল সংক্রান্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। প্রশ্ন ছিল, আই.পি.এল শুরু হল, যারা কলকাতার সমর্থক তারা উৎসাহী হয়ে উঠেছে।' - গঠন অনুসারে বাক্যটি - ক) সরল বাক্য, খ) জটিল বাক্য, গ) যৌগিক বাক্য না, ঘ) মিশ্র বাক্য।

বুমরাহর ইয়র্কার

২ টেস্টে ১৫ উইকেট। বাকিদের পিছনে ফেলে ছুটছেন বুমরাহ। তাঁর রিভার্স স্যুইং আর বিষাক্ত ইয়র্কারে প্রতিপক্ষ শিবির আতঙ্কিত। সেরা বোলিংয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিশাখাপত্তনমে ম্যাচ সেরা হন বুমরাহ। তাঁর ইয়র্কার নিয়েই এখন চলছে ক্রিকেট চর্চা। কীভাবে করেন এই বিস্ফোরক ডেলিভারি? ম্যাচ শেষে অকপট বুমরাহ। তিনি বলেন, ওয়াকার-ওয়াসিমদের মতো কিংবদন্তিদের দেখেছি, এমনকী জাহির খানকেও। টিভিতে তাদের ইয়র্কার মারতে দেখেছি।

আইএসএলে এই প্রথম পয়েন্ট ভাগাভাগি দুই প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরতে পরতে উত্তেজনা। গোল-পাল্টা গোলের রোমাঞ্চ। ধাক্কাধাক্কি, ফাউল, হলুদ কার্ড। ৯০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস পরিণতিতে ২-২ ড্র হল আইএসএলের ডার্বি। দু'দুবার ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে গিয়েও, জয় আটকে দিল মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস। তাতে আইএসএল ডার্বিতে অপরাজেয় তকমা ধরে রাখলেন অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস। অন্যদিকে, সুপার কাপ জিতিয়েও, আইএসএল ডার্বিতে প্রথম জয় থেকে বঞ্চিত থাকল কার্লেস কুয়াদ্রাত। কলকাতা ডার্বি যেন চেনা আগুনে মেজাজে ফিরল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। সারা ম্যাচে দুই দল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই তো করলই, উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ৯০ মিনিটের সেই ফুটবল যুদ্ধ দেখলেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ষাট হাজারি গ্যালারির দর্শক। এই উত্তেজনার মধ্যেই হল চার-চারটি গোল।

ম্যাচের শুরুতেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জীবনে প্রথম ডার্বিতে নামা মণিপুরী তরুণ অজয় ছেত্রী। ১৭ মিনিটের মাথায় সমতা আনেন মোহনবাগানের আলবানিয়ান ইউরো কাপার আরমান্দো সাদিকু। বিরতিতে ১-১ থাকার পর ৫৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে ফের এগিয়ে দেন লাল-হলুদ অধিনায়ক ক্লেটন সিলভা। তবে তাদের জয়ের সম্ভাবনায় জল ঢেলে ফের সমতা আনেন মোহনবাগানের অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড দিমিত্রি পেট্রাটস।

ফুটবলের যুদ্ধ ছাড়াও দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে দ্বন্দ্বও বাধে দফায়

দফায়। সারা ম্যাচে মোট ২২টি ফাউল হয় এবং রেফারি ১০ বার হলুদ কার্ডও দেখান, দুই দলের পাঁচ জন করে খেলোয়াড়কে। মাঠের এই অশান্তি প্রায়ই ম্যাচের ছন্দ নষ্ট করলেও তা কখনও শালীনতা বা হিংসার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি কখনও।

শুরুতেই গোল তুলে নিতে পারলে যে বাকি ম্যাচটা অনেক নিশ্চিন্তে ও চাপমুক্ত হয়ে খেলা যায়, এমনই মনে করেন কোচেরা। তাই তাঁরা ফুটবলারদের সব সময়ই ম্যাচের শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেন। ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলের কোচও নিশ্চয়ই সেই পারামর্শই দিয়েছিলেন তাঁর ফুটবলারদের। কোচের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিন মিনিটের মধ্যেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন যিনি, তাঁর নাম ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা হয়তো অনেকেই শোনেননি, তিনি মণিপুরের আর এক আবিষ্কার অজয় ছেত্রী। যাঁকে এদিন শৌভিক চক্রবর্তীর জায়গায় নামান কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, সেই ছেত্রীই এক সুযোগসন্ধানী গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।শুরুতেই গোল খেয়ে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়ে সবুজ-মেরুন বাহিনী। তাঁদের রক্ষণ এই সময়ে একাধিক ভুল করে, যেগুলির মাশুল দিতে হলে কিছু বলার থাকত না। তার ওপর সদ্য চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা আনোয়ার আলি হ্যামস্ট্রিং চোট নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই মাঠের বাইরে চলে যাওয়ায় পরিবর্ত অমনদীপ ভানকে নিaয়ে নতুন করে রক্ষণ গোছাতে বেশ কিছুটা সময়ও নেয় মোহনবাগান। ধাক্কা সামলে ক্রমশ বল পজেশন বাড়িয়ে খেলায় ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করে তারা এবং ১৭ মিনিটের মাথায় সমতাও এনে ফেলে হ্যামিল ও সাদিকুর চমকার যৌথ প্রচেষ্টায়। প্রতিপক্ষের বক্সের ডান দিক থেকে হ্যামিল উড়ন্ত ক্রস পাঠান বক্সের মধ্যে সাদিকুর উদ্দেশ্যে। যা ডান পায়ের গোড়ালির হাল্কা মোচড় দিয়ে গোলে

পাঠিয়ে দেন আলবানিয়ার ইউরো কাপার (১-১)। এখানে কিছুই করার ছিল না ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডারদের।

এই গোলের পর থেকেই সবুজ-মেরুন বাহিনীর আত্মবিশ্বাস, গতি ও আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তারা ঘন ঘন আক্রমণও শুরু করে। একটা সময় ইস্টবেঙ্গল রীতিমতো রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে এবং বিপক্ষকে আটকাতে প্রায় পুরো দলটাই নিজেদের এলাকায় নেমে আসে। প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারত মোহনবাগান, যদি সাদিকু একটু মাথা ঠান্ডা রাখতে পারতেন। প্রথমার্ধের শেষদিকে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের তীব্রতা বাড়ানোর চেষ্টা করলেও মোহনবাগানের রক্ষণে তারা আটকে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কিয়ানের জায়গায় নামেন মনবীর সিং। আক্রমণের তীব্রতা বাড়াতেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত মোহনবাগান কোচ হাবাসের। শুরুটাও তারা প্রথমার্ধের ছন্দেই করে। কিন্তু ৫৩ মিনিটের মাথায় যে ভুল করেন দীপক টাঙরি, তা ছিল অপ্রত্যাশিত। নিজেদের বক্সের মধ্যে উড়ে আসা বলের দখল নিতে গিয়ে লাফিয়ে উঠে নাওরেম মহেশকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন সদ্য এশিয়ান কাপে খেলে আসা এই মিডফিল্ডার এবং রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গেই। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি ক্লেটন সিলভা (২-১)। এই ফাউলের জন্য টাঙরিকে হলুদ কার্ডও দেখান রেফারি। ফলে তিনি পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। সাদিকুও। হলুদ কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে বাতিল হয়ে গেলেন। হ্যামিলও পেশীর সমস্যা নিয়ে মাঠ ছাড়েন। পরের ম্যাচে তাঁকেও পাওয়া যাবে কি না, সেটাই দেখার। পেনাল্টির পর থেকেই যুবভারতীর পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্যালারির সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মধ্যেও উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ৬১ মিনিটের মাথায় পেট্রাটস ফ্রি কিক নেওয়ার আগে সায়নকে ঠেলে ফেলে দেওয়ায় অশান্ত হয়ে ওঠেন দুই পক্ষের খেলোয়াড়রা। কোচের নির্দেশে সায়ন সমানে তাঁর গায়ে লেগে থাকায় বোধহয় মেজাজ হারান অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড। তবে রেফারি এক্ষেত্রে কাউকেই কোনও কার্ড দেখাননি।

এক গোলে এগিয়ে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গল ক্রমশ দূর্গরক্ষায় মনোনিবেশ করে এবং এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে জেসন কামিন্সকে নামান মোহনবাগান কোচ হাবাস। অন্য দিক থেকে ভিপি সুহের ও এডুইন ভন্সপলকেও নামিয়ে দেন কুয়াদ্রাত। দুই কোচের কৌশলের লড়াই তখন চরমে। শেষ পর্যন্ত বাগানে ফের ফুল ফোটান পেট্রাটস। বক্সের মধ্যে বাঁ দিকে নন্দকুমারের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গোলের সামনে ক্রস পাঠান সহাল, যা প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে বক্সের মাঝখানে এলে তা সোজা জালে জড়িয়ে দেন তিনি (২-২)। সমর্থকদের উল্লাসে যেন কেঁপে ওঠে যুবভারতী।

স্টপেজ টাইমের বাড়তি সাত মিনিট কাজে লাগিয়ে জয়সূচক গোল পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে দুই দলই। কিন্তু কোনও পক্ষই সেই সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে, ২-২ ড্র'তেই শেষ হয় ডার্বি। এই প্রথম আইএসএলের ডার্বিতে কোনও ফয়সালা হল না। এ মরসুমে দু' প্রধানের ৪ বার মুখোমুখি ল।াইয়ে আপাতত দু'দলই জিতল দুটি করে ডার্বি।

সিএবির প্রতিষ্ঠা দিবসে হাজির অজিঙ্ক রাহানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পালিত হল সিএবির ৯৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ চলাকালীন এই দিনটি উদযাপন হওয়ায় হাজির ছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। উপস্থিত ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, অভিষেক ডালমিয়াও। এছাড়াও ছিলেন সিএবির সহ সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, সচিব নরেশ ওঝা, যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী প্রমুখ। ড. বিসি রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বাংলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার বাকি কর্তারা। মূর্তিতে মাল্যদান করেন অজিঙ্ক রাহানেও। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসের পাশাপাশি পালিত হয় ফ্রাঙ্ক ওরেল দিবসও। প্রতি বছরের মতো এবারও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। টানা ৪৪ বছর ধরে চলে আসছে এই প্রথা। রক্তদাতাদের সঙ্গে দেখা করেন রাহানে। ছিলেন স্নেহাশিস গাঙ্গুলি এবং অভিষেক ডালমিয়াও। সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত রক্তদান শিবির চলে। রক্তদাতাদের মহম্মদ শামির সই করা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় জেলায় পালিত হয় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে।

ফেডারেশনের ফুটবল ক্যালেন্ডারে একযোগে হবে ৩ লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছরের মতো এবারও ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হবে নতুন ফুটবল মরসুম। নতুন বছরের ফুটবল ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল এআইএফএফ। ইয়ুথ লিগের জন্য ৯ মাসের একটি উইন্ডো রাখা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৩, ১৫, ১৭ বিভাগের খেলাগুলো তখনই রাখা হবে। আসন্ন ২০২৪-২৫ মরসুমের ঘরোয়া মরসুম জুলাই মাসে ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হবে। ২৬ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত হবে ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। আগেই জানা গিয়েছিল ১৫ বা ২০ দিনের জন্য সুপার কাপ হবে না, এই টুর্নামেন্টে বছরের অনেকটা সময় ধরে হবে। তাতেই সিলমোহর দিল ফেডারেশন। আসন্ন মরশুমে সারা বছর ধরে সুপার কাপ খেলানোর জন্য সমস্তরকমের পরিকল্পনা করা হচ্ছে এফএ কাপের মতো। ফুটবলারদের জাতীয় দলের সঙ্গে ক্লাব ফুটবল খেলার সূচিকে মাথায় রেখে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে ফেডারেশনের বৈঠকে। ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে সুপার কাপ চালু হবে এই টুর্নামেন্ট চলবে ২০২৫ সালের ১৫ মে পর্যন্ত। এখনও আইএসএলের সূচি ঘোষণা হয়নি। তবে ফেডারেশন জানিয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল), আই-লিগ এবং সুপার কাপ পরের মরশুম থেকে একযোগে চলবে। বর্তমানে আই লিগ দেশের দ্বিতীয় সারির লিগে পরিণত হয়েছে। এই লিগের চ্যাম্পিয়ন দল আইএসএলে খেলার সুযোগ পায়। আগামী মরসুমে আই লিগ শুরু হবে ১৯ অক্টোবর ২০২৪ থেকে, তা চলবে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

ঠিক হয়ে গেল ফিফা বিশ্বকাপের সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফিফা বিশ্বকাপের দামামা বেজে গেল। এমনটা বলাই যায়। ২০২৬ সালে পরবর্তী ফিফা বিশ্বকাপ। মেক্সিকো, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিত ভাবে পরবর্তী বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ হয়েছিল কাতারে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। ২০২৬ বিশ্বকাপে নতুন দিকও খুলছে। বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন। প্রথম ম্যাচ বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মেক্সিকোয়। হোমগ্রাউন্ড আজতেকা স্টেডিয়ামে নামবে মেক্সিকো। ২০২৬ বিশ্বকাপ ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট। ১৯৩০ সালে ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল ১৩ দল নিয়ে। ধীরে ধীরে ৩২ দলের টুর্নামেন্ট হয়। ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথম বার ৪৮ দল অংশ নেবে। সব মিলিয়ে ১০৪টি ম্যাচ। ১১ জুন মেক্সিকোর পর ১২ জুন দুটি ম্যাচ। কানাডা খেলবে বিএমও মাঠে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামছে লস অ্যাঞ্জেলসের সোফি স্টেডিয়ামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস শহরে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি ৯টি ম্যাচ হবে। মেসির শহর অর্থাৎ মায়ামিতে ব্রোঞ্জ মেডেলের ম্যাচ। কানাডায় হবে সব মিলিয়ে ১৩টি ম্যাচ। ফাইনাল নিউইয়র্কের নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে। ফিফার সোশাল মিডিয়া পেজ এবং ফিফা প্লাসে সূচি ঘোষণার লাইভ দেখানো হয়। বিশ্বকাপ শুরুর দিন ঘোষণা করেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। উপস্থিত ছিলেন কানাডার সিঙ্গার, র‍্যাপার ড্রেক। ২০২৬ সালের ১১ জুন শুরু হয়ে বিশ্বকাপে ট্রফির ম্যাচ অর্থা ফাইনাল ১৯ জুলাই।

ডার্বির রেফারিং নিয়ে সোচ্চার দু'প্রধানই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডার্বির শেষ তার রেশ এখনও কাটেনি। রেফারিং নিয়ে বিস্ফোরক দুই প্রধানদের কর্তারা। ক্ষোভ দু'প্রধানের সমর্থকদের। ডার্বিতে রেফারির কিছু সিদ্ধান্ত দু'দলের বিরুদ্ধেই গিয়েছে। তাতে সমর্থকরা মনে করছে, তাদের দল বঞ্চিত হয়েছে। একই ক্ষোভ ইস্ট-মোহন কর্তাদের মধ্যেও। মোহনবাগান-মুম্বই সিটি ম্যাচে একাধিক লালকার্ড দেখিয়ে খেলাটাই নষ্ট করে দিয়েছিলেন রাহুল গুপ্ত। সেই রেফারিকে কেন ডার্বির দায়িত্ব দেওয়া হল সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মোহনবাগান সচিব। একইসঙ্গে তাঁকে নির্বাসিত করার দাবিও তোলেন। দেবাশিস দত্ত বলেন, মনে হচ্ছে এআইএফ ডার্বির মান কমিয়ে দিতে চাইছে। এত খারাপ মানের রেফারিং হলে খেলার মান পড়তে বাধ্য। মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচের পরও রাহুল গুপ্তকে কেন ডার্বি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল আমি বুঝতে পারছি না। অবিলম্বে ওকে নির্বাসিত করা উচিত। শুধু ডার্বি কেন, কোনও ম্যাচই দেওয়া উচিত নয়। ফেডারেশন অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রেফারিংয়ের মানে কোনও উন্নতি নেই। যত দিন যাচ্ছে আরও খারাপ হচ্ছে। এই নিয়ে ফেডারেশনকে ভাবতে হবে। কারণ এরকম জঘন্য রেফারিং হলে খেলার মান কোনওভাবেই বাড়তে পারে না। প্রয়োজনে বিদেশি রেফারি এনে ডার্বি করাতে হবে। আগেও তো এটা হয়েছে।' রেফারিং নিয়ে সরব ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তারাও। দেবব্রত সরকার বলেন, সবাই দেখেছে কী হয়েছে। নন্দকুমারকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও কার্ড দেখানো হল না। মহেশের ফাউল, সায়নকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার পরও কার্ড দেখানো হয়নি। এইভাবে চলতে পারে না। আমরা কল্যাণ চৌবেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। এভাবে চললে সেটা ভারতীয় ফুটবলের জন্যই খারাপ হবে। আইএসএলে চারটে কার্ড দেখার জন্য এমনিতেই ডার্বিতে ছিল না শৌভিক চক্রবর্তী। সুপার কাপের ফাইনালে জোড়া হলুদ (লালকার্ড) দেখায় পরের ম্যাচেও নেই। ফেডারেশনের নিয়ম নিয়েও সওয়াল করেন লাল হলুদ কর্তারা।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ আদর্শ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ আদর্শ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ২০২৪ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় গত ৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার বাওয়ালী সখ্য সংঘ সংলগ্ন প্রাঙ্গনে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রবীণ শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা চিত্তাকর্ষক ড্রিল পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী, রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ গুণীজন সভা অলঙ্কৃত করেন। সারাদিন ব্যাপী এলাকার সুধীজনেরা, অভিভাবকবৃন্দ ছোটোদের বিভিন্ন ইভেন্টে উৎসাহিত করেন এবং নিজেরাও যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেন। সমগ্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি অতি সুন্দর ও সুনিপুর্ণভাবে পরিচালনা করেন মানস নস্কর, অবিনাশ সরদার, অজিত দাস, সুভাষ মণ্ডল, কিশোরী মোহন পাড়ুই সঙ্গে সহযোগিতা করেন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকামণ্ডলী। একই সঙ্গে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যালেন্ট সার্চ' পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী তিস্তা বাগ ও সপ্তম স্থানাধিকারী অরিত্রী বাগকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক আয়োজিত ২০২৩ বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে

উত্তীর্ণ বিদ্যালয়ের ১৩জন ছাত্রছাত্রীকে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজ্যপাদ স্বামী খোকন মহারাজ, এসআর ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর বিশিষ্ট নিউরোপ্যাথিষ্ট ডঃ সুকুমার সাহা এবং ঋতু ব্যানার্জী, বিশিষ্ট শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জি, সংঘের যুগ্ম কার্যনির্বাহী সভাপতি দেবনাথ অধিকারী ও মোহন সাধুখাঁ এবং সহ সভাপতি অনিমা নন্দী প্রমুখ। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেন সকল অতিথিবৃন্দ। সবশেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনিতা অধিকারী এবং সম্পাদক অনিল নস্কর সকল অতিথিবৃন্দ, এলাকাবাসী, সখ্য সংঘ এবং বিদ্যালয়ের সকল অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় স্কুল গেমস ভলিবলে বাংলার হ্যাটট্রিক

দেবাশিস রায়: জাতীয় স্কুল গেমস ভলিবল প্রতিযোগিতায় টানা তিনবার জয়লাভের মধ্য দিয়ে হ্যাটট্রিক করল বাংলার অনূর্ধ-১৯ মহিলা টিম। প্রথমে ২০১৮-১৯ তারপর ২০২২-২৩ এবং সর্বশেষ ২০২৩-২৪ বর্ষ। এবারে ৬৭ তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ভলিবল প্রতিযোগিতার এই আসর বসেছিল দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক রাজ্যের সিমোগায়। ২৯ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট ২৮টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ৩-০ সেটে গুজরাটকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার কোনও খেলায় পরাজিত হয়নি বাংলা। গ্রুপ লিগ ম্যাচের প্রথমে বাংলা ৩-১ সেটে তামিলনাড়ুকে পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় খেলায় ৩-০ সেটে সিআইএসসিই'কে হারিয়ে দেয়। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার কাছে ৩-০ সেটে পরাজিত হয় হিমাচল প্রদেশ। কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে বাংলার মেয়েরা ৩-০ সেটে জয়ী হয়।সেমি ফাইনালেও ছিল বাংলার অপ্রতিরোধ্য গতি। সেই ম্যাচে বাংলা ৩-০ সেটে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে পৌঁছে যায় চূড়ান্ত পর্বে এবং শেষমেশ চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেছে বাংলা। এবারে বাংলার এই টিম সাজানো হয়েছিল হাওড়া, হুগলির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্লেয়ারদের মাধ্যমে। এই লড়াইয়ে নেমে রাজনন্দিনী মিত্র, তিথি পাল, সুজাতা মণ্ডল, রতি হারি, অদিতি সামন্ত, জয়শ্রী মাল, পিয়ালী হাইত, মধুমিতা সাহা, রানী ধাড়া, প্রিয়া ওরাং, শ্রুতি সরকার এবং রাজলীনা ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। ভলিবল প্রশিক্ষক কিশোর মালাকার, ম্যানেজার রুপা সিংহ এবং অধিনায়ক রাজনন্দিনী মিত্রের সমন্বয়ে গঠিত এই টিমের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার ক্রীড়ামহল দারুণ উল্লসিত। পূর্ব বর্ধমান জেলার ঘোড়ানাশ হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক তথা ভলিবল প্রশিক্ষক কিশোর মালাকার বলেন, বাংলার মেয়েদের এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ভবিষ্যতে এরাজ্যের প্রতিটি জেলার মেয়েদের ভলিবলে উৎসাহিত করাও আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মহমেডান ক্লাবে হাজির রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রীড়া নিয়ে বরাবরই আগ্রহ দেখিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখনই রাজ্যের কোনও খেলোয়াড় জাতীয় স্তরে বা আন্তর্জাতিক স্তরে ভালো কিছু করে এসেছে, ততবারই তিনি তাদের জন্য ঘোষণা করেছেন বিশেষ পুরস্কার। বহুবার তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের মতো তাবড় তাবড় দলকে। এখানেই শেষ নয়, যতবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পড়েছে, ততবারই মুখ্যমন্ত্রী দর্শকদের সুবিধার জন্য বাড়িয়ে অতিরিক্ত বাস পরিসেবা দিয়েছেন। তবে ভারতীয় ফুটবলের দুই

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর পর এবার তিনি উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেও। এরমধ্যেই তিনি মহমেডান তাঁবুতে আসেন এবং কথা বলেন কর্তাদের সঙ্গে। পাশাপাশি, তিনি নেন ক্লাবের লাইফ মেম্বার কার্ডও। চলতি আই লিগের দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রক্ষণ থেকে আক্রমণ, সব বিভাগেই তারা রয়েছে এগিয়ে। একাধিক ম্যাচ জেতার পাশাপাশি তারা রয়েছে শীর্ষস্থানে। এখনও পর্যন্ত হারের মুখ দেখেনি তারা। এই মুহূর্তে তাদের সংগ্রহ ১১ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট। তবে এবার তাদের কাছে রয়েছে একটি বিশেষ সুযোগ। টুর্নামেন্ট জিতলেই তারা টিকিট পেয়ে যাবে আগামী বছরের আইএসএল খেলার। এই আবহে মহামেডান তাঁবুতে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এসে এই বিষয়ে কথা বলেন ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম। আলোচনা শেষে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের তরফ থেকে লাইফ মেম্বার কার্ড। মুখ্যমন্ত্রীও তাদের সবরকম ভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন।

দাবা প্রতিযোগিতা

মলয় সুর : সারা বাংলা র‍্যাপিড চেস প্রতিযোগিতা, রবিবার মানকুণ্ডু আম্রপালি গার্ডেনে সারাদিন ধরে চন্দননগর চেস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত সোমনাথ কুণ্ডু স্মরণে ৪তম এই টুর্নামেন্টে অনূর্দ্ধ ৫ বছর থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত ৬টি গ্রুপে ৪৫২ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধন করেন স্নেহা হালদার। ২০১জন সেরা খুদে খেলোয়াড়কে পুরস্কার দেওয়া হয়। সংগঠনের কর্ণধার বলেন, বর্তমানে যেভাবে ছোটোরা মোবাইলের প্রতি গভীরভাবে আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। সেটা না করে যদি দাবা খেলায় মনযোগ দেয় তাহলে জীবনের সাফল্য আসবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com